ইউনিট ১ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান ঃ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা [Classroom Teaching : Planning and Management]

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার তিনটি বিশেষ দিক হচ্ছে - শিক্ষার্থী, শিখন প্রক্রিয়া ও শিখন পরিস্থিতি। কার্যকরভাবে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে এ দিকগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ববর্তী সিমেস্টারের পাঠ্যসূচিতে শিক্ষাকে কার্যকরী করার জন্য শিক্ষার্থীর বিকাশ, বিকাশমান জীবনের বৈশিষ্ট্য ও আর্থসামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। একই সাথে শিক্ষার্থীরা কিভাবে শেখে এবং কেনই বা শেখে সে সম্পর্কেও ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল শিক্ষাদানের পরিস্থিতি। শিক্ষাদান পরিস্থিতি, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের পদ্ধতি, পাঠ পরিকল্পনা ও শ্রেণীকক্ষের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কলাকৌশল সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। আলোচ্য ইউনিটে আমরা শ্রেণীকক্ষে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষাদানের কার্যকারিতা ও পরিকল্পনা প্রণয়নের নিয়মাবলী সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব।

আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটকে আমরা দশটি পাঠে বিভক্ত করেছি।

পাঠ - ১.১ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান
পাঠ - ১.২ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান কার্যক্রমের ব্যাপক প্রচলন
পাঠ - ১.৩ শ্রেণীকক্ষে পাঠ শিক্ষাদান ঃ বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়
পাঠ - ১.৪ শিক্ষক কিভাবে পাঠ নির্দেশনার পরিকল্পনা করেন
পাঠ - ১.৫ শ্রেণীকক্ষের নিয়ম শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা
পাঠ - ১.৬ অতিরিক্ত অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ নিয়ন্ত্রণের কৌশলসমূহ
পাঠ - ১.৭ শ্রেণীকক্ষে কাঙ্ক্ষিত আচরণ শেখানোর কৌশলসমূহ
পাঠ - ১.৮ পক্ষপাতিত্ব নিয়ন্ত্রণ মূলক পরিকল্পনা
পাঠ - ১.৯ বৈচিত্র এবং নমনীয়তার জন্য পরিকল্পনা
পাঠ - ১.১০ বৈচিত্র ও নমনীয়তা কিভাবে পরিকল্পনা ও সুসংগঠিত করা যায়?

পাঠ ১.১ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান [Classroom Teaching]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের স্বরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।

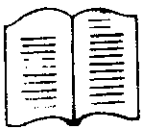

শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন পদ্ধতির সংমিশ্রণ

শ্রেণীকক্ষে শেখা ও শেখানোর কাজ চলে। এ কাজটিকে সফল ও অর্থবহ করার জন্য শিক্ষক নানা পদ্ধতি ব্যবহার করেন। শিক্ষাদান পদ্ধতি শিক্ষাদানের কাজটিকে সহজ ও সফল করে তোলে। শিক্ষার্থীর বয়স ও স্তর, শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পরিবেশ শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্ণয়ে শিক্ষককে সাহায্য করে।

সাধারণভাবে, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান করতে গিয়ে বক্তৃতা (lecture), আলোচনা (discussion) এবং স্বাধীনভাবে পড়াশোনা করা (independent study) পদ্ধতিসমূহের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিক্ষক কখনও খুব সংক্ষিপ্ত সময় তথা পাঁচ থেকে পনেরো মিনিট বক্তৃতা (lecture) করেন। এরপর তিনি শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে দিয়ে তাঁর বক্তৃতার মেয়াদ সংক্ষিপ্ত করেন। যদি এরকম বাধা ঘনঘন হয় এবং শিক্ষক ছাত্রদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন ও উত্তরের সুযোগ সৃষ্টি করেন তবে সেরকম বক্তৃতাদান (lecturing) আলোচনা পদ্ধতির রূপ নেয়। কিন্তু শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের বৈশিষ্ট্য হল সব শিক্ষার্থী একদিকে মুখ করে সারিবদ্ধভাবে বসে (টেবিলের চারপাশে না বসে) এবং শিক্ষকের কথা অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শোনে। শিক্ষকই কথা বলেন বেশি। আবার স্বাধীনভাবে পড়াশোনার কাজও চলতে পারে। প্রাথমিক স্কুলের শ্রেণীকক্ষগুলোতে শিক্ষক শিশুদের নিজ নিজ আসনে বসে কাজ করতে দেন অর্থাৎ শিশুরা নিজে নিজে অথবা অন্য একজন দু'জন সহপাঠি মিলে একটি কাজ করে।

কিন্তু প্রকৃত অর্থে, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানে নানা পদ্ধতির সংমিশ্রণই বড় কথা নয়। শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাদান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের মধ্যে সফল আদান প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের স্বরূপ (Patterns of Classroom Teaching)

শিক্ষামনোবিজ্ঞানীদের মতে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের এর সবচেয়ে বড় উপাদানটি হল কথা বলা (recitation)। এই কথা বলাবলির মাধ্যমে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেন, পুনরায় পড়তে বলেন অথবা বাড়ির কাজের খবরাখবর নেন। বিখ্যাত শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীদের মতে এরকম কথাবার্তা (recitation) শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ভাব বিনিময়ে সীমাবদ্ধ। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, গণিত এবং সমাজ বিজ্ঞান (social studies) এর ক্লাসে পাঠদানের মোট সময়ের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ সময় এরকম কথাবার্তায় ব্যয় করা হয়েছে।

শ্রেণীকক্ষে বাচনিক খেলা (The Classroom language game)

বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মধ্য দিয়ে যে কথাবার্তা চলতে থাকে গবেষকগণ একে শ্রেণীকক্ষে 'বাচনিক খেলা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং এরকম খেলার আচরণবিধি সনাক্ত করেছেন। গবেষকরা শ্রেণীকক্ষের "বাচনিক খেলা"কে চার শ্রেণীর আচরণ হিসেবে বিভক্ত করেছেন। এখানে আচরণগুলো বর্ণনা করা হল।

- **কাঠামো বিন্যাস (Structuring)** – কথা বলার মধ্য দিয়ে আদান-প্রদান শুরু করা, শ্রেণীকক্ষে কি ধরনের কাজ করা হবে তা ঠিক করা এবং এজন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা এর মধ্যে পড়ে।
- **জানতে চাওয়া (Soliciting)** - কোন বিষয়ে জানতে চেয়ে প্রশ্ন করা, মন্তব্য বা মতামত ব্যক্ত করা।
- **সাড়া দেওয়া (Responding)** - নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দানকে সাড়া বলা হয়।
- **প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা (Reacting)** - প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার নিজের চিন্তা-চেতনা ও ধারণাকে প্রকাশ করে।

গবেষণায় একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় শিক্ষকরা কাঠামো বিন্যাস, জানতে চাওয়া ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার কাজ বেশি করেন। অন্যদিকে, শিক্ষার্থীরা অধিকাংশ সময় সাড়া দানমূলক আচরণ করে থাকে। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে যে, বিভিন্ন বিষয়ে (subject matters) এবং শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষকগণ এ ধরনের কাজই করে থাকেন। সাম্প্রতিক কালে পরিচালিত আরেকটি গবেষণায় শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের আচরণকে "সূচনা-উত্তর-মূল্যায়ন" ("initiation-reply-evaluation") আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রকৃতঅর্থে শ্রেণীকক্ষে "কাঠামো বিন্যাস, জানতে চাওয়া-সাড়া দেওয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা"র ("structuring-soliciting-responding-reacting") মধ্যেই বাচনিক আদান প্রদান সীমিত থাকে।

ঐক্যের মধ্যে ব্যতিক্রম (Variations within Uniformities)

কিন্তু অনেক গবেষণায় এরকম ধারণার ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা গিয়েছে। এরকম একটি গবেষণায় গবেষকরা দেখতে পান যে, গণিত এবং সমাজ বিজ্ঞানের ক্লাসে শিক্ষার্থীরা যদিও প্রধানত পাঠ্যবইয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল তবুও গণিত ক্লাসে তারা সমাজ বিজ্ঞান ক্লাসের তুলনায় লেখালেখি ও চকবোর্ডের কাজ বেশি করেছে। অন্যদিকে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে গণিতের চেয়ে বেশি সময় তারা তথ্য গ্রহণের জন্য ব্যয় করেছে। কারণ গণিতের ক্লাসে তাদের অধিকাংশ সময় ধারণা (concept) এবং নৈপুণ্য অর্জন করতে হয়েছে।

গবেষকরা আরও লক্ষ্য করেন যে, শ্রেণীকক্ষের বাচনিক তৎপরতা বা কথাবার্তা আর্থসামাজিক মর্যাদাভেদে পৃথক হয়। দেখা গিয়েছে যে, নিম্ন আর্থসামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন স্কুলগুলোতে, সমাজ বিজ্ঞান ক্লাসে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ভাবের আদান প্রদান খুব বেশি।

শ্রেণীকক্ষে কথাবার্তার উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যেও বিভিন্নতা দেখা যায়। যেমন- পর্যালোচনা, নতুন বিষয়বস্তু উপস্থাপন, উত্তর পরীক্ষা, অনুশীলন এবং উপস্থাপিত উপকরণ ও ধারণা কতটুকু বুঝেছে তা যাচাই করা ইত্যাদি কাজেই বেশি কথা বলা হয়েছে।

১৯৮১ সালে পরিচালিত একটি গবেষণায় শ্রেণীকক্ষে কথাবার্তার কিছু ইতিবাচক (positive) দিক চিহ্নিত করা হয়েছে। এরকম কথাবার্তা শিশুরা বেশি মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। কাজ করার মাধ্যমে শেখার চেয়ে কথা বলার মধ্য দিয়ে তারা বেশি সহজে শিখেছে। এতে শিশুরা সহজ থেকেছে এবং শিক্ষকের কাছ থেকেও তারা বেশি মনোযোগ লাভ করেছে। তবে গবেষকরা এটিও দেখতে পান যে, বেশি কথা বলা হলে শ্রেণীকক্ষের পাঠদান একঘেঁয়ে ও নিরানন্দ হয়ে যেতে পারে। শিশুরা ক্লাসে অনেকক্ষণ জোরে জোরে পড়তে থাকলেও তাদের কাছে ক্লাস একঘেঁয়ে হয়ে উঠতে পারে।

সারমর্ম ঃ শ্রেণীকক্ষে পাঠদানকালে বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটে। শিক্ষকের পাঠদান কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীরা চার ধরনের আচরণবিধি সনাক্ত করেছেন। এসব আচরণবিধির সাহায্যে পাঠদান কার্যক্রমের স্বরূপ বোঝা যায়। স্কুলের আর্থসামাজিক মর্যাদা, পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্নতা পাঠদান পদ্ধতির উপর প্রভাব ফেলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাদান অন্যান্য শিক্ষাদান পদ্ধতি থেকে পৃথক কেন?
   ক. আলোচনার সুযোগ রয়েছে
   খ. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে কথার আদান প্রদান হয়
   গ. শিক্ষার্থী ও মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকের কথা শোনে
   ঘ. শিক্ষক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন

২. শ্রেণীকক্ষে পাঠদানমূলক পরিস্থিতিতে শিক্ষক কি কি আচরণ করেন?
   ক. মিথস্ক্রিয়ার প্রেক্ষিত সৃষ্টি
   খ. উত্তর চান ও শিক্ষার্থীর আশা পূর্ণ
   গ. শিক্ষার্থীর উত্তর সংশোধন বা মূল্যায়ন
   ঘ. উপরোক্ত সব ধরনের আচরণ

৩. শ্রেণীকক্ষে পাঠদান চলাকালীন শিক্ষার্থীরা প্রধানতঃ কোন জাতীয় আচরণ করে?
   ক. শিক্ষকের প্রশ্নে সাড়া দেয়
   খ. মনোযোগ দিয়ে শোনে
   গ. প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে
   ঘ. চুপ করে থাকে

৪. গবেষণায় কোন পাঠ্য বিষয়ে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীরা লেখা ও ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ বেশি করে বলে জানা গেছে?
   ক. সমাজ বিজ্ঞান
   খ. সাহিত্য
   গ. গণিত
   ঘ. বাংলা

৫. শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের ইতিবাচক দিক কোনগুলো?
   ক. পাঠ নিদের্শনার প্রতি বেশি মনোযোগ দান
   খ. অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন না হওয়া
   গ. শিক্ষকের মনোযোগ লাভ
   ঘ. উপরোক্ত সবগুলো

পাঠ ১.২ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান কার্যক্রমের ব্যাপক প্রচলন
[Prevalence of Classroom Teaching]

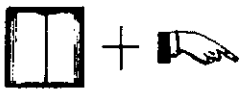

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান কার্যক্রমের ব্যাপক প্রচলনের কারণসমূহ বলতে পারবেন।
- প্রতিটি কারণ যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান কার্যক্রম বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীর কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হলেও এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। সুদীর্ঘকাল ধরে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের কাজটি চলতে থাকার কারণ হিসেবে শিক্ষাবিদগণ নিচের কারণগুলো খুঁজে পেয়েছেন ঃ

- উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষাদানের সামঞ্জস্যতা বিধান (Adaptibility)
- বলবর্দ্ধনকারী মূল্য (Reinforcement Value)
- বিকল্প শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞানের অভাব (Lack of Knowledge of Alternatives)
- কঠোর স্কুল ব্যবস্থাপনা (Rigid School Organization)
- মৌলিক শিক্ষাদানের শ্রেণীকক্ষের উপযোগিতা (Fitness for Basic Tasks)

পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান (Adaptibility)

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান কার্যক্রম বহুদিন ধরে চালু থাকার প্রথম কারণ হল বিভিন্ন স্তর ও বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় উপস্থাপন কার্যাবলী একরকম হলেও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য অনুযায়ী শ্রেণীর কাজগুলোর সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। যদি পাঠদানের উদ্দেশ্য হয় বিভিন্ন ঘটনা, ধারণা ও নীতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে জ্ঞানদান বা বুঝতে সাহায্য করা তবে শিক্ষক শিক্ষার্থীর বোধক্ষমতার পরিপক্কতা অনুযায়ী অল্প বা বেশি সময় ধরে মোটামুটিভাবে বক্তৃতা করতে পারেন। আর যদি পাঠ নির্দেশনার উদ্দেশ্য হয় কোন একটি ধারণাকে যুক্তিসম্মত ভাবে সমালোচনা করার যোগ্যতা অর্জন করানো তখন শিক্ষক আলোচনার (discussion) অবতারণা করতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীর নিজস্ব মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটতে পারে।

শিক্ষার্থী নিজস্ব গতিতে, নিজের চাহিদা অনুযায়ী নিজে নিজে স্বাধীনভাবে শিখবে যদি পাঠদানের উদ্দেশ্য (individual study) সেরকম হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক অনুশীলন করাতে পারেন। ১৯৮১ সালে পরিচালিত একটি গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শ্রেণীকক্ষে কতটুকু বক্তৃতা, আলোচনা ও নিজে নিজে পড়াশোনার কাজ করা হয় তা নির্ধারণ করা হয়। উক্ত গবেষণায় স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর আঠারোটি গণিত ও সতেরটি সমাজ বিজ্ঞানের ক্লাসের পাঠদান বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

এতে দেখা যায় –

- শিক্ষক খুব কম বক্তৃতা করেছেন।
- গণিতের ক্লাসে সমাজ বিজ্ঞানের চেয়ে বেশিবার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ভাব বিনিময় (recitation) হয়েছে। এও দেখা যায় যে এরকম মিথস্ক্রিয়া উচ্চ আর্থসামাজিক মর্যাদার স্কুলের চেয়ে নিম্ন আর্থসামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন স্কুলে বেশি হয়েছে।
- গণিত ক্লাসে এবং নিম্ন আর্থসামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন স্কুলের ক্লাসে নিজ নিজ আসনে বসে শিক্ষার্থীরা কাজ করেছে বেশি।
- সমাজ বিজ্ঞানের ক্লাসগুলোতে বিশেষ করে উচ্চ আর্থসামাজিক পদ মর্যাদাসম্পন্ন স্কুলে দলগতভাবে শিক্ষার্থীরা কাজ বেশিবার করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি পৃথক হওয়ায় গণিত ও সমাজ বিজ্ঞান ক্লাসের পাঠদানের ধরণ যে পৃথক হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু বিভিন্ন আর্থসামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন দলগুলোর মধ্যে যে পার্থক্য হয়েছে সে সম্পর্কে কি বলা যায়? গবেষকদের মতে এরকম পার্থক্যের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার ভিন্নতা অনুযায়ী শিক্ষকের শিক্ষাদান সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে বলা যায় যা আর্থসামাজিক মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত। তবে উক্ত গবেষণায় শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান কার্যক্রমের নির্দেশনাদান সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যাবলীর শতকরা গড় হিসাব আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে (যেমন- সিটে বসে কাজ করতে বলা, নানাভাবে সিটে বসে কাজ করতে বলা। একা সিটে বসে কাজ করানো, উপস্থাপন, বক্তৃতাদান, দলগত কাজ, পরীক্ষা নেওয়া, বাড়ির কাজ দেখা ইত্যাদি)। এ থেকে বিভিন্ন শিক্ষকের মধ্যে এ জাতীয় কার্যাবলীর গড় পার্থক্য সম্পর্কে কিছু বলা যায় না (কারণ কিছু কিছু শিক্ষক এ গড়ের অনেক উপরে আবার অন্য অনেকে গড়ে অনেক নিচে ছিল)। একটি পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার আমরা যে যে উপায়ে বুঝতে পারি ঠিক সেরকমভাবে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান প্রধানত বক্তৃতা, আলোচনা ও স্বাধীনভাবে পড়াশোনা করানোর জন্য যে ব্যবহৃত হয় পার্থক্যগুলো তার ইঙ্গিতবহ। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান শিক্ষককে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, তাঁর নিজস্ব মেজাজ ও প্রশিক্ষণ, পাঠ্যবিষয়বস্তুর চাহিদা ও শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী অন্যান্য যাবতীয় প্রধান প্রধান পদ্ধতির সুবিধা ভোগ করার সুযোগ দান করে।

বলবৃদ্ধিকরণ মূল্য (Reinforcement Value)

সামাজিক অনুপ্রেরণা (Social Reinforcement)

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীদের মতে, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলনের দ্বিতীয় কারণ হল এর মাধ্যমে শিক্ষকরা অনুপ্রাণিত হন। ক্লাসে পড়ানোর সময় শিক্ষকরা নানা উপায়ে বুঝতে চেষ্টা করেন শিক্ষার্থীরা শিখছে কি না। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক বাড়ির কাজ পরীক্ষা করে, ক্লাসে পরীক্ষা নিলে এবং প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখছে কি না বুঝতে পারেন। এদের মধ্যে শেষের কাজটি সবেচেয়ে সহজ, দ্রুততম ও মজার বিষয়। এছাড়াও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা যা শেখানো হয়েছে তার সাথে খুবই প্রাসঙ্গিকতাপূর্ণ। অন্যান্য পদ্ধতি শ্রেণীকক্ষের কথাবার্তার মত তত বলবর্ধককারী নয়। কারণ এরকম কথাবার্তা সামাজিক অনুপ্রেরণার সঞ্চার ঘটায়। এর অর্থ হল শিক্ষার্থী শুধু যে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয় তা নয়, বরং তারা শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার মাধ্যমে শিক্ষকের মনে আরও কথা বলার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে।

সঠিক উত্তর কেবল তখনই শিক্ষককে অনুপ্রাণিত করতে পারে যখন তাৎক্ষণিক উত্তর দিতে হয়, যদি ক্লাসের জন্য উত্তরদান খুব জটিল না হয়। গবেষকদের মতে কেবল সরল "ঘটনা নির্ভর প্রশ্ন" ("fact questions") গুলো প্ররোচক (reinforcing) হিসেবে কাজ করে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের উত্তরের মধ্যে যখন প্রখর বুদ্ধির প্রতিফলন ঘটে এবং তাতে বোঝা যায় যে তারা জটিল উত্তর খুঁজে পেতে চেষ্টা করছে তখন তাদের এই প্রচেষ্টা থেকেও শিক্ষক অনুপ্রেরণাবোধ করেন। প্রশ্নের ধরণ যেরকম হোক না কেন শ্রেণীকক্ষের পাঠদান সংক্রান্ত কথাবার্তার প্রচলন অব্যাহত থাকবে কারণ এটি অতি সহজেই শিক্ষককে পুরস্কার পেতে সাহায্য করে।

বিকল্প উপায় সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব (Lack of Knowledge of Alternatives)

তৃতীয়তঃ সহজভাবে বলা যায় যে শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম অবলম্বন করেন এজন্য যে, শিক্ষাদানের জন্য আর কোন উপায় তারা জানেন না। যদি শিক্ষাদান মূলক প্রশিক্ষণ তেমন কার্যকর না হয় তবে ছাত্রাবস্থায় তাদের যেমনভাবে শেখানো হয়েছে তেমনভাবে শিক্ষাদান করেন। সুতরাং এভাবে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের শিক্ষকদের মাঝে হস্তান্তরিত হয়।

কঠোর স্কুল ব্যবস্থাপনা (Rigid School Organization)

ক্লাসের আকৃতি (Class Size)

চতুর্থতঃ স্কুলের ব্যবস্থাপনা অনেক সময় শ্রেণীকক্ষে পাঠ নির্দেশনা পদ্ধতির প্রচলন অটুট রাখে। এ প্রসঙ্গে ক্লাসের ছাত্র সংখ্যার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে আমেরিকা জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক দিয়ে শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। সেখানকার সর্ব সাধারণ এর উপযুক্ত স্কুলগুলোয় প্রতি ক্লাসে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় তিরিশ (২/১ একজন বেশি বা কম হতে পারে)। ক্লাসের এরকম কাঠামো বা

শিক্ষার্থীর সংখ্যা (পনেরো থেকে পয়তাল্লিশ পর্যন্ত) তাদের সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। তবুও সেখানকার শিক্ষকরা বহুদিন থেকে এরকম ব্যবস্থা সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে বলেন যে ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা এর চেয়ে কম হলে তারা আরও ভালভাবে তাদের কাজ সম্পন্ন করতে পারতেন। বর্তমানে বেশ কিছু গবেষণা পুনঃ পর্যালোচনা করে গবেষককরা উক্ত দাবীর সত্যতা উদ্ঘাটন করেছেন। ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা ও লেখাপড়ার সাফল্য অর্জন সম্পর্কিত কয়েক ডজন গবেষণা পুনঃ পর্যালোচনা করে গবেষকরা এরকম সিদ্ধান্তে উপণীত হয়েছেন যে আদর্শায়িত অভীক্ষায় ৫০ শতাংশ (50th percentile) স্থানে অবস্থানকারী একটি ছাত্রকে যদি এক বছর ধরে চল্লিশজন ছাত্রের একটি ক্লাসে পড়াশোনা করতে দেওয়া হয় তবে সে ছাত্রটি সম্ভবতঃ বছরের শেষে ৪০ শতাংশ (40th percentile) স্থানে অবস্থান করবে। কিন্তু যদি সেই একই ছাত্রকে পনেরো জনের ক্লাসে রাখা হয় তবে সে ৬০ শতাংশ (60th percentile) স্থানে উন্নীত হবে। কেন? সম্ভবতঃ এজন্য যে ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা কম হলে শিক্ষক সরাসরি লেখার কাজ, ছাত্রদের কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান, একা একা পড়াশোনার ব্যবস্থা এবং কাজের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করানোর মত কাজগুলো সময়মত করতে পারেন।

উল্লেখ্য যে অল্পসংখ্যক ছাত্র/ছাত্রী নিয়ে গঠিত ক্লাস কার্যকরভাবে পাঠদানের বেশি উপযুক্ত এরকম ধারণা এবং ক্লাসের আকৃতি ছোট রাখা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। একটি ক্লাসে কম সংখ্যক ছাত্র ভর্তির সাথে অর্থনৈতিক বিষয় জড়িত। কারণ প্রতিটি স্তরে ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা কম রাখতে হলে একাধিক শাখা (section) খুলতে হবে এবং সেজন্য একই শ্রেণীর শিক্ষাদানের জন্য একাধিক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে যা স্কুলের পক্ষে ব্যয় বহুল ব্যাপার। আমাদের মত অনুন্নত দেশের পক্ষে এরকম স্কুল ব্যবস্থা প্রচলন সম্ভব নয়।

শ্রেণীকক্ষে বসার ব্যবস্থা (Physical arrangements)

স্কুলের ক্লাসগুলোতে চিরাচরিতভাবে প্রচলিত বসার রীতি পাঠ নির্দেশনা পদ্ধতি বহাল রাখার অন্যতম প্রধান কারণ। শিক্ষকের দিকে মুখ করে বসার (একদিকে তাকিয়ে থাকা) স্থায়ী ব্যবস্থা থাকার জন্য আলোচনা পদ্ধতি অবলম্বন করা কষ্টকর হয়। আলোচনা করার জন্য বৃত্তাকার বসার ব্যবস্থা প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীরা একে অপরকে দেখতে পায়।

শিক্ষাদান সংক্রান্ত মৌলিক কার্যাবলী সম্পাদন করার যথার্থ সুযোগ (Fitness for Basic Tasks)

সবশেষে বলা যায় যে, ক্লাসে পাঠ নির্দেশনা প্রক্রিয়ায় শিক্ষক শিক্ষাদান সংক্রান্ত তিনটি মৌলিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ পান। প্রথমতঃ যা তারা শেখাতে চান সেটি উপস্থাপন করতে পারেন; দ্বিতীয়তঃ শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু অনুশীলন করার জন্য ছাত্রছাত্রীকে সুযোগ দিতে পারেন এবং তৃতীয়তঃ শিক্ষার্থীরা যাতে শেখার জন্য প্রস্তুত হয় এবং আগ্রহী হয়ে ওঠে সেরকম পরিবেশ সৃষ্টি করেন। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান পদ্ধতি অন্যান্য সব ধরনের কৃতিত্ব অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

সারমর্ম ঃ শ্রেণীকক্ষে নির্দেশনার মাধ্যমে পাঠদান (recitation) পদ্ধতি আবহমানকাল থেকে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এর কারণ হল, শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য অনুযায়ী এটি পরিবর্তনযোগ্য, শিক্ষককে অনুপ্রাণিত করে, শিক্ষক পাঠদানের জন্য বিকল্প পন্থা জানেন না এবং সবশেষে, শিক্ষক শিক্ষাদানমূলক তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সুচারুভাবে সম্পাদন করতে পারেন এ প্রক্রিয়ায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. শ্রেণীকক্ষে নির্দেশনার মাধ্যমে পাঠদান পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলনের কারণ কি?
   ক. শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিবর্তনশীলতা
   খ. অনুপ্রেরণা দান
   গ. বিকল্প শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞানের অভাব
   ঘ. উপরোক্ত সবগুলো

২. ঘটনা, ধারণা ও নীতি সম্পর্কে জ্ঞানদান পড়ানোর উদ্দেশ্য হলে ক্লাসে কোন শিক্ষাদান পদ্ধতি বেশি কার্যকর হবে?
   ক. শিক্ষার্থীর বুদ্ধির পরিপক্কতা অনুযায়ী মোটামুটিভাবে বক্তৃতাদান
   খ. আলোচনা পদ্ধতি
   গ. দলগতভাবে কাজ করানো
   ঘ. স্বাধীনভাবে পড়তে শেখানো

৩. শিক্ষার্থীরা শিখছে কি না বোঝার সহজতম পদ্ধতি কোনটি?
   ক. বাড়ির কাজ পরীক্ষা করা
   খ. ক্লাসে পরীক্ষা নেওয়া
   গ. প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা
   ঘ. ক্লাসে পড়তে বলা

৪. শ্রেণীকক্ষের জন্য আদর্শ ছাত্রসংখ্যা কত?
   ক. দশ থেকে বিশ
   খ. বিশ থেকে তিরিশ
   গ. পনেরো থেকে পয়তাল্লিশ
   ঘ. পয়তাল্লিশ থেকে বেশি

৫. শিক্ষাদানমূলক কোন কাজটি শিক্ষার্থীর জন্য অতি প্রয়োজন?
   ক. পাঠ উপস্থাপন
   খ. ছাত্রছাত্রীর জন্য অনুশীলনের সুযোগ
   গ. শেখার প্রস্তুতি ও আগ্রহের সঞ্চার
   ঘ. কোনটিই নয়

পাঠ ১.৩ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান ঃ বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়
[Classroom Teaching: An Orchestration of Methods]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শ্রেণীকক্ষে পাঠ নির্দেশনা দান প্রক্রিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।
- শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের কার্যাবলীর দিকগুলো বলতে পারবেন।
- পাঠ নির্দেশনার পরিকল্পনায় যেসব বিষয় অগ্রাধিকার পায় সেগুলো সনাক্ত করতে পারবেন।
- শিক্ষক কিভাবে সিদ্ধান্ত নেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান কার্যক্রম অনেকাংশে বক্তৃতা এবং ব্যাখ্যাদান (lecturing and explaining), আলোচনা (discussion), এক শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, পাঠ নির্দেশনা এবং মানবতাবাদী শিক্ষাদান (humanistic teaching) এর সমন্বয় বিশেষ। ক্লাসের সব শিক্ষার্থী অথবা নির্দিষ্ট কোন কোন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ক্লাস চলাকালীন নির্ধারিত কোন কোন সময়, বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে পাঠদানের জন্য বিভিন্নভাবে এসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নানা পদ্ধতির এরকম সমন্বয় অর্থবহ।

শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সামনে যে কোন একটি পাঠ নির্দেশনার একাধিক উদ্দেশ্য থাকে। যে কোন একদল শিক্ষার্থীর যে কোন একটি উদ্দেশ্য/লক্ষ্য অর্জনের জন্য কয়েকটি পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে বেশি কার্যকরী হয়।

কিন্তু শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান প্রকিয়া অন্যান্য শিক্ষাদান পদ্ধতির সমন্বয়ের চেয়েও অনেক কিছু বেশি। এখানে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সুর মিশ্রণ ঘটিয়ে সঙ্গীত, যে শ্রুতিমধুর অর্কেষ্ট্রা সৃষ্টি করেন সেটি বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে শিক্ষাদান কার্যক্রমের স্বরূপ ভালভাবে বোঝা যাবে। অর্কেষ্ট্রা সৃষ্টি শুধুমাত্র পৃথক পৃথক ভাব ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ের উপর নির্ভর করে না। এতে রয়েছে প্রতিটি সুরের মধ্যে সংযোগ, সম্পর্ক এবং রূপান্তর। এসব উপাদানের পর্যায়ক্রমিক ঐক্যতান অখণ্ড সুর মূর্চ্ছনার প্রভাব সৃষ্টি করে।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষা পদ্ধতিগুলো পৃথক পৃথকভাবে যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগুলোর আন্তঃসম্পর্কও ঠিক ততটুকুই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকটি পদ্ধতি যতটুকু সময় ব্যবহার করা হয়, এর পর্যায়ক্রমিকতা, হার, অবকাঠামো এবং বৈচিত্র যা কিছু আমরা করি তার সব কিছুই আমাদের শিক্ষাদানের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। সেজন্য শিক্ষাদান পদ্ধতির বিভিন্ন অংশগুলোর পর্যালোচনা যথেষ্ট নয়। শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে সমগ্রভাবে বিবেচনা করে সমন্বিত রূপটি আমাদের খুজে বের করতে হবে।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের কার্যাবলী দুটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। একটি হল পরিকল্পনা (planning) এবং অন্যটি হল মিথস্ক্রিয়া সংক্রান্ত (interactive)।

শিক্ষাদানের জন্য পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কার্যকরভাবে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য যেসব বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন সেগুলো হল নিয়ম শৃঙ্খলা (discipline), নিয়ন্ত্রণ (control), ব্যবস্থাপনা (management)র বিষয়। বর্তমান পাঠসহ এ ইউনিটের অবশিষ্ট পাঠগুলোতে উক্ত বিষয়গুলোর যথাযথ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। পরবর্তী ২নং ইউনিটে পাঠদানের দ্বিতীয় দিক অর্থাৎ মিথস্ক্রিয়া (interactive phase) সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান কার্যক্রমের পরিকল্পনা পর্বে একজন শিক্ষক একা অথবা যৌথভাবে (অথবা একাধিক শিক্ষক সম্মিলিতভাবে শিক্ষাদানের সময়) শিক্ষাদানের প্রস্তুতি নেন। তাঁরা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য/লক্ষ্যগুলো এবং শিক্ষার্থী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেন। তারা পাঠ্যসূচি এবং সময়সূচি প্রণয়ন করেন। তাঁরা লেখার কাজ, অনুশীলন, ফিল্ডট্রিপ, পঠনীয় বিষয় উপস্থাপন, আলোচনার জন্য বিষয় নির্দিষ্ট করা এবং পড়াশোনার সাফল্য নির্ধারণের জন্য পরীক্ষা নেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় কাজের

পরিকল্পনা করেন। তাঁরা ক্লাসকে সমগ্র বিবেচনা করে ক্লাসের স্বার্থ ও যোগ্যতা, প্রতিটি শিশুর কৃতিত্ব ও সমস্যাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। একটি কোর্সের পাঠ নির্দেশনার পূর্বে ও পরেও পরিকল্পনা প্রয়োজন রয়েছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য, ছাত্র/ছাত্রীর বৈশিষ্ট্যাবলী, বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব, লিঙ্গ, সংস্কৃতি, কিভাবে শিক্ষার্থীর শিক্ষণকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে পূর্ববর্তী সিমেষ্টারে বলা হয়েছে। বর্তমান ইউনিটের শুরুতে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতি শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী কিভাবে ব্যবহার করা সম্ভব তাও বলা হয়েছে। এসব এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান-এর পরিকল্পনা করার প্রস্তুতি নিতে পারেন। ঠিক এখানেই শিক্ষক এসব ধারণা ও নীতিগুলোর সমন্বয় সাধন করেন এবং যে উপায়ে শিক্ষাদান করবেন সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন (decisions)। এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় আলোচনা করা হবে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ
Decision Making

পরিকল্পনার ঝুঁকিপূর্ণ একটি দিক হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ (decision making)। একজন শিক্ষক পাঠ্য বইসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ, অগ্রতির হার নির্ধারণের অনুসূচি (schedules), পরীক্ষা, রিপোর্ট কার্ড ইত্যাদি এবং ক্লাসে বা ক্লাসের বাইরে করার মত কাজ (যেমন- ফিল্ড ট্রিপ্, বাড়ির কাজ ইত্যাদি) সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অনেক সময় ব্যয় করেন। আবার গৃহীত সিদ্ধান্তবলী সংশোধনের জন্যও তাঁকে সময় ব্যয় করতে হয়। অধিকাংশ শিক্ষাবিদ বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষার্থীর সম্মুখীন হওয়ার আগেই সাধ্যমত শিক্ষাদানকে সুসংগঠিত করবেন এবং একইসাথে শিক্ষার্থীর সাথে একবার সাক্ষাতকার ঘটলে তাঁর পরিকল্পনা সংশোধন করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। কারণ এ সাক্ষাতের মাধ্যমে তাঁরা ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা, আগ্রহ ও পূর্বের শিক্ষাদান এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বুঝতে পারেন।

সারমর্ম ঃ শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতির সমন্বয় বিশেষ। শিক্ষার উদ্দেশ্য, ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ, সংস্কৃতি ও পাঠ্য বিষয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী এসব পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের কার্যাবলীর দুটি দিক রয়েছে। একটি হল পরিকল্পনা ও অন্য দিকটি হল পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সংক্রান্ত। যেকোন কোর্স শুরু করার আগে ও পরে পরিকল্পনা প্রয়োজন। পাঠদানের সময় বিভিন্ন বিষয়সম্পর্কে শিক্ষককে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং ক্লাসে ছাত্রছাত্রীর সাথে একবার সাক্ষাত হলে তাকে সিদ্ধান্ত বদলে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কিসের সমন্বয়?
   ক. বক্তৃতা ও আলোচনা
   খ. বক্তৃতা ও ব্যাখ্যাদান
   গ. এক শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদান
   ঘ. বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতির

২. শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার সমন্বিত রূপ কিভাবে বোঝা যাবে?
   ক. যে কোন একটি অংশ বিবেচনা করে
   খ. ছাত্রদের আচরণ পর্যালোচনা করে
   গ. শিক্ষার উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করে
   ঘ. শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে সমগ্রভাবে বিবেচনা করে

৩. শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করার জন্য কোন কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়?
   ক. ছাত্র-ছাত্রীর আচরণ বৈশিষ্ট্য
   খ. নিয়ম শৃঙ্খলা, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা
   গ. বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্বাচন
   ঘ. কোনটিই নয়

৪. শিক্ষক কিভাবে পাঠদানের পরিকল্পনা করেন?
   ক. শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষার্থী সম্পর্কে চিন্তাভাবনার মাধ্যমে
   খ. পাঠদানের সময়সূচি ও পঠনীয় বিষয় নির্ধারণের মাধ্যমে
   গ. পরীক্ষা নেওয়া ও রিপোর্ট কার্য তৈরি করার মাধ্যমে
   ঘ. উপরের সব বিষয় ও অন্যান্য

৫. পরিকল্পনার ঝুঁকিপূর্ণ দিক কোনটি?
   ক. পাঠ্যবই নির্বাচন
   খ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ
   গ. পরীক্ষা নেওয়া
   ঘ. কোনটিই নয়

পাঠ ১.৪ শিক্ষক কিভাবে পাঠ নির্দেশনার পরিকল্পনা করেন [How Teachers Plan]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- পাঠ নির্দেশনা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের মডেল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পাঠ নির্দেশনা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত শিক্ষকের বিভিন্ন কার্যাবলী সনাক্ত করতে পারবেন।
- পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় শ্রেণীকক্ষের চাহিদাগুলো শিক্ষক কিভাবে অগ্রাধিকার দেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের পাঠ নির্দেশনার পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কে জানতে হলে যে নির্দেশনা দান প্রক্রিয়ার একটি মডেল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেটি এখানে বর্ণনা করা হল। এ মডেল শিক্ষকের পাঁচটি কাজকে মুখ্য কাজ হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে ঃ

- উদ্দেশ্য নির্বাচন (choosing objectives)
- শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্যাবলী নির্ধারণ (determining student characteristics)
- শিক্ষণ প্রক্রিয়ার প্রকৃতি বুঝে সেসব ধারণার ব্যবহার (understanding and using ideas about the nature of learning process)
- শিক্ষাদান-এর বিভিন্ন পদ্ধতি নির্বাচন করা এবং সেগুলো ব্যবহার করা (selecting and using methods of teaching)
- শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান মূল্যায়ন করা (evaluating student learning)

এ মডেলটি যুক্তি সঙ্গত কারণ এর প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে কোন একটি লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পন্থা নির্বাচনের পূর্বে গন্তব্যস্থল স্থির করা। দেখা যাচ্ছে যে মডেলটি শিক্ষক পরিকল্পনা কিভাবে করবেন তার উপায় নির্দেশ করছে কিন্তু শিক্ষক কিভাবে সক্রিয় হয়ে পাঠদানের পরিকল্পনা করেন তা বোঝা যাচ্ছে না।

এখন দেখা যাক শিক্ষকরা প্রকৃতপক্ষে কি করেন? তাঁরা বিভিন্ন কার্যকলাপ ও সমস্যার (tasks) উপর গুরুত্ব আরোপ করেন অর্থাৎ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তাঁরা কি কাজ আশা করেন এবং কিভাবে সেকাজ তাদের দিয়ে করাবেন বিষয়গুলো। গবেষণার মাধ্যমে উদঘাটিত করণীয় কাজগুলো নিচে বর্ণনা করা হল ঃ

- পাঠ্য বিষয় – প্রায়ই একটি বই থেকে নেওয়া হয়।
- উপকরণ – এসবের মধ্যে রয়েছে নাড়াচাড়া বা সাজানোর মত জিনিষপত্র।
- কার্যকলাপ – পাঠ নির্দেশনাদানের সময় পর্যায়ক্রমিকভাবে নির্দিষ্ট বিরতিসহ কিছু সময় অনুশীলন করানোর জন্য যা যা করতে হবে।
- লক্ষ্য (goals), অথবা সাধারণ লক্ষ্যসমূহ – যেগুলো উদ্দেশ্যগুলোর চেয়ে কম নির্দিষ্ট।
- শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উল্লেখ্য বিষয় – বিশেষ করে শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের বিশেষ চাহিদা বিবেচনা করে তথ্য উল্লেখ করা।
- সমস্ত ক্লাসের জন্য তথ্য উল্লেখ করা।

ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কিতে ক্যানসানেন (Kansanen. ১৯৮১) পরিচালিত একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণায় জানা গিয়েছে যে পাঠদান পূর্ব পর্যায়ে শিক্ষকরা মনে মনে নিম্নলিখিতভাবে চিন্তাভাবনা (পরিকল্পনা) করে থাকেন ঃ

- দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা
- স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা
- পরিকল্পনার ধরণ
  - মনে মনে খসড়া তৈরি

- পাঠ্য বই অনুসরণ
- লিখিত খসড়া তৈরি
- বিশদভাবে লিখিত খসড়া তৈরি

- পরিকল্পনার সুযোগ
  - জাতীয় পাঠ্যক্রম (curriculum)
  - স্থানীয় পাঠ্যক্রম
  - পাঠ্য বই
- শিক্ষকের জন্য প্রণীত পাঠ্য বইয়ের নির্দেশিকা
  - সহকর্মীবৃন্দ
  - পটভূমি সমৃদ্ধ শিক্ষণীয় উপাদান
- পরিকল্পনার বিষয়বস্তু
  - কার্যাবলীর ধরণ
  - অডিও ভিস্যুয়াল উপকরণ
  - বাড়ির কাজ
  - মূল্যায়ন

উক্ত গবেষণায় গবেষক আরও লক্ষ্য করেন যে শিক্ষকরা শিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে চিন্তা করেন না কারণ গবেষণার পরীক্ষণ পাত্ররূপী শিক্ষকদের মধ্যে কেউই কখনও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিকল্পনা করার কথা ভাবছেন এমন বলেন নি। গেজ এবং বার্লিনার (Gage and Berliner, ১৯৮৮) এর মতে ক্যানসানেন শিক্ষকদের বিভিন্ন পন্থায় পরিকল্পনা করার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সম্ভবত সব দেশের শিক্ষকদের মধ্যে দেখা যাবে।

শ্রেণীকক্ষে পাঠদান পরিকল্পনার অন্য আরেকটি মডেলকে সমন্বিত উদ্দেশ্য-পন্থা মডেল (Integrated ends-means model) বলা হয়। মানবতাবাদী শিক্ষাবিদরা (Humanistic educators) শিক্ষণ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। এখানে উল্লেখ্য যে মুক্ত শিক্ষার (Open education) অন্যতম মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের বেশি বলার অধিকার দিতে হবে। এর অর্থ হল শেখার উদ্দেশ্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় তাদের বক্তব্য অবশ্যই থাকবে। উক্ত উদ্দেশ্য-পন্থা মডেলটিতে শিক্ষার্থীদের সেরকম বক্তব্য রাখার সুযোগ রয়েছে। এই মডেলে মনে করা হয় যে শেখার উপায়/পন্থা নির্বাচনের আগে উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই; তবে সেই উদ্দেশ্য সেসব কার্যকলাপ থেকে উৎপন্ন হবে যেগুলো আচরণকে নতুন গন্তব্যের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাকে অর্থবহ করে তুলবে। এ প্রেক্ষিত থেকে শেখার কাজগুলো গৌণভাবে বিবেচিত না হয়ে বরং মুখ্য বিবেচনার বিষয় হয়ে ওঠে। এরকম প্রেক্ষিত-এর অর্থ হল শিক্ষার্থীদের পছন্দনীয় কার্যকলাপ উদ্দেশ্যের মতই গুরুত্ববহ এবং শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরাই উদ্দেশ্য/লক্ষ্যগুলো স্থির করবে।

কার্যকলাপ (Activities)

রুটিন

এ বিষয়টির উপর পরিচালিত একটি গবেষণায় গবেষক দেখতে পান যে শিক্ষকের পরিকল্পনা পাঠ নির্দেশনামূলক কার্যাবলী নিয়ে গঠিত এবং এর সাতটি উপাদান (elements) রয়েছে। যেমন- স্থান (location), অবকাঠামো ও পর্যায়ক্রমিকতা (structre and sequence), স্থায়িত্ব (duration), অংশগ্রহণকারী (participants), শিক্ষার্থীদের গ্রহণযোগ্য আচরণের মাপকাঠি (criteria of acceptable student behaviour), পাঠ নির্দেশনা দানের তৎপরতা বা রুটিন (instructional moves or routines) এবং বিষয়বস্তু ও উপকরণাদি (content and materials)। শিক্ষকদের পরিকল্পনায় শিক্ষাদানের চারটি রুটিনকে তুলে ধরা হয়েছে। যথা- নানারকম কার্যাবলী (activity), পাঠ নির্দেশনা (instruction), ব্যবস্থাপনা (management) এবং কার্যনির্বাহিক পরিকল্পনা (executive planning)। এসব রুটিন

শ্রেণীকক্ষের কার্যাবলীকে সহজ এবং পূর্বোক্তিকরণযোগ্য (predictable) করে। লক্ষ্যণীয় যে কার্যকলাপ ছাত্রছাত্রী করে থাকে আর শিক্ষক রুটিন করেন।

উক্ত গবেষণায় পরিকল্পনার পাঁচটি পর্যায়/স্তর (levels) চিহ্নিত করা হয়েছে। যথা- বাৎসরিক (yearly), টার্ম (term), ইউনিট (unit), সাপ্তাহিক (weekly) এবং দৈনিক (daily)। যেকোন একটি পর্যায়ে শিক্ষক লক্ষ্য নির্ধারণ করেন, বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করেন এবং সে পরিকল্পনার কার্যকারিতা বিচার করার জন্য মাপকাঠি ব্যবহার করেন। গবেষক আরও বলেছেন যে পরিকল্পনার মাধ্যমে সমস্যা খুঁজে পাওয়া (problem finding) ও সেসবের সমাধান করার উপায়ও পাওয়া সম্ভব।

শিক্ষকের পাঠদান সংক্রান্ত পরিকল্পনার উপর পরিচালিত সাম্প্রতিককালের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, অনেক যোগ্য শিক্ষক প্রথম কার্যাবলী, সহজলভ্য উপকরণাদি অথবা রুটিন দেন। তাদের পরিকল্পনার আকার অত্যন্ত সরল যেমন আলোচ্য বিষয়গুলোর (topic) খসড়া বা তালিকা তৈরি যা এমন কি অনেক সময় লিখে রাখাও হয় না। আকার যেরকম হোক না কেন শিক্ষকের পরিকল্পনার ফলে শিক্ষাদানের নির্দিষ্ট অবকাঠামোই যে শুধু সৃষ্টি হয় তা নয়। তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু হয়। এসব পরিকল্পনা শিক্ষকের জন্য নিরাপত্তা বিধান এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার উৎস হিসাবে কাজ করে।

পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার নির্ধারণ (Priorities in Planning)

পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য শ্রেণীকক্ষের চাহিদা (needs) গুলো মোটামুটিভাবে আগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা প্রয়োজন। শ্রেণীকক্ষে নিয়ম শৃঙ্খলা, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে কারণ শ্রেণীকক্ষে কোন না কোন ধরনের শৃঙ্খলা বজায় না থাকলে শিক্ষার মূল্য রক্ষা করা যাবে না। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক তাঁর জ্ঞানকে পাঠ পরিকল্পনায় কাজে লাগাবেন। পাঠ পরিকল্পনা (lesson planning) যেহেতু চিরাচরিতভাবে সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম ও পাঠ নির্দেশনা (curriculum and instruction) কোর্সের অন্তর্ভুক্ত অতএব এখানে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হবে না। তৃতীয়তঃ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের অবশ্যই নিজস্ব পক্ষপাতিত্ব করার প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রীকে বস্তুনিষ্ঠভাবে (objectively) বিবেচনা করতে হবে। সবশেষে এ জাতীয় সব পরিকল্পনা করা হয়ে যাবে এবং তার সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে শ্রেণীকক্ষের চাহিদাগুলো (needs) বিবেচনা করা হবে তখন বৈচিত্র্য এবং নমনীয়তার (variety and flexibility) পরিকল্পনা করার ভিত্তি রচিত হয়। শ্রেণীকক্ষের বৈচিত্র্যপূর্ণ ও নমনীয় পরিবেশে ছাত্রছাত্রী প্রায়ই অনেক বেশি শেখে বলে জানা যায়।

সারমর্ম ঃ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের জন্য পরিকল্পনা অপরিহার্য। পাঠদান প্রক্রিয়ার বিভিন্ন মডেল রয়েছে। এর কোনটি শিক্ষাদানমূলক বিভিন্ন কাজকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এ পাঠদানের সময় শিক্ষক যেসব কাজ করেন তার ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু উল্লেখযোগ্য গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে শিক্ষকরা শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী চিন্তাভাবনা করেন না। তবে পাঠদান বিষয়ক উদ্দেশ্য-পন্থা মডেলে শিক্ষা পরিকল্পনা ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নির্ধারণে শিক্ষার্থীর ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ মডেল অনুযায়ী বলা যায় যে পাঠদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত কার্যাবলীর মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা শেখার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য স্থির করে। পাঠদান পরিকল্পনা সংক্রান্ত সাম্প্রতিককালের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পরিকল্পনার ফলে শিক্ষাদানের অবকাঠামো সৃষ্টি ছাড়াও শিক্ষকের মনে নিরাপত্তাবোধ ও আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে। পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখা, শিক্ষকের পক্ষপাতিত্ব নিয়ন্ত্রণ ও ক্লাসের সার্বিক ব্যবস্থাপনাগুলো শ্রেণীবদ্ধ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. পাঠ নির্দেশনা পরিকল্পনার প্রথম মডেলটিতে কিসের ব্যাখ্যা নেই?
   ক. শিক্ষকের মুখ্য কার্যাবলী
   খ. শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ
   গ. পাঠদানের পরিকল্পনা
   ঘ. সক্রিয়ভাবে পাঠদান পরিকল্পনা করা

২. ক্যানাসেন (Kanasen) এর মতে পরিকল্পনা করার সময় কোন বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকরা চিন্তা করেন না?
   ক. পাঠ্যবিষয়
   খ. পাঠদানের উদ্দেশ্য
   গ. শ্রেণীকক্ষের পরিস্থিতি
   ঘ. শিক্ষা উপকরণ

৩. শিক্ষা পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা কোনটি?
   ক. শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন
   খ. শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন
   গ. শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ
   ঘ. কোনটিই নয়

৪. পাঠদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী কিভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ করে?
   ক. শিক্ষার্থীর যেসব কার্যকলাপ তাকে নতুন গন্তব্যের দিকে পরিচালিত করে
   খ. পাঠ নির্দেশনা মনোযোগ দিয়ে শুনে
   গ. শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে
   ঘ. একা একা পড়াশোনা করে

৫. ফলপ্রসূ পরিকল্পনার জন্য কি প্রয়োজন?
   ক. শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্যাবলী বোঝা
   খ. পাঠদানের পূর্বে ও পরে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে চিন্তা
   গ. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন চাহিদা শ্রেণীবদ্ধ করা
   ঘ. লিখিতভাবে পরিকল্পনা তৈরি করা

পাঠ ১.৫ শ্রেণীকক্ষে নিয়ম শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা
[Planning for Classroom Discipline and Management]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শ্রেণীকক্ষে নিয়ম শৃঙ্খলাজনিত সমস্যাগুলো সনাক্ত করতে পারবেন।
- এ জাতীয় সমস্যার সামাজিক কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- আচরণ সমস্যার পিছনে স্কুলের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ক্লাসের দুই জাতীয় আচরণ সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- অতিরিক্ত অনাকাঙ্খিত আচরণ নিয়ন্ত্রণের কৌশলগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

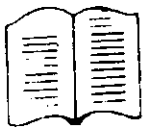

বর্তমান পাঠে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে যেটি সবার মতে শিক্ষকের পেশা জীবনে ব্যর্থ হওয়ার সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বিষয়টি হচ্ছে নিয়ম শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা ক্লাস নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা। যখন ছাত্রছাত্রী অসদাচরণ অথবা নানা উপায়ে ক্লাসের কার্যাবলী বিঘ্নিত করে তখন বোঝা যায় যে, শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান ও শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। সেই ব্যর্থতা একটি শ্রেণীকক্ষে অথবা সেসব শিক্ষার্থী নিশ্চুপ হয়ে থাকে তাদের আচরণেও প্রতিফলিত হয়।

গণমাধ্যম থেকে আমরা জানতে পারি যে, স্কুলগুলোতে আচরণ সমস্যা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। অনেক স্কুল শিক্ষক তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারেন যে লেখাপড়ায় মন্থরতা (tardiness), স্কুল পালানো (truancy), অবাধ্যতা (insub ordination), অশ্রদ্ধা (profanity), সন্ত্রাস (violence) এবং লুণ্ঠন (vandalism) ইত্যাদি সমস্যাগুলো বুঝতে পারেন। বিদেশে পরিচালিত একটি গবেষণায় স্কুলে গত পাঁচ বছরের চেয়ে নিয়ম শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সামাজিক কারণ
Societal factors

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এরকম সন্ত্রাস ও ধ্বংসাত্মক আচরণ দেখা দেওয়ার কারণ কি? শিক্ষকরা সন্ত্রাস ও ধ্বংসাত্মক ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হন ঠিকই তবে এ জাতীয় আচরণ সৃষ্টির কারণ অথবা সেগুলো দমন করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাদের নয়। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একই সামাজিক শক্তির মধ্যে এমন কিছু কারণ নিহিত থাকে যার ফলে স্কুলের বাইরেও অপরাধ সংঘটিত হয়। যেমন- মা-বাবা কর্তৃক সন্তানকে প্রত্যাখ্যান/অস্বীকার করা, দারিদ্র, টেলিভশনে সন্ত্রাসের ছবি প্রদর্শন, লেখাপড়ার প্রতি অনীহা বা কম কৃতিত্ব অর্জনের ফলে সৃষ্ট হতাশা এবং সমবয়সীদের (peer) অথবা বখাটে দল (gang) এর প্রভাব ইত্যাদি। এ বিষয় সম্পর্কে একটি গবেষণায় ছেলেদের ক্ষেত্রে পড়াশোনায় সাফল্য এবং ক্রুদ্ধ আচরণের মধ্যে সহসম্পর্কের মান পাওয়া যায় –.৩৯ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে –.৩৬।

স্কুল সংক্রান্ত উপাদান
School Factors

আচরণ সমস্যা সৃষ্টিকারী আরেকটি বিষয় বা সামাজিক উপাদান যা শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে সেটি হল স্কুলের ব্যবস্থাপনা। কখনো কখনো দেখা যায় যে, স্কুল কার্যক্রমের অবকাঠামো এমন যে ছাত্রছাত্রীকে বাধ্য হয়ে অনুপোযুক্ত কোর্স নিতে হয়। এসব কোর্স ছাত্র ছাত্রীর চাহিদা মেটাতে পারে না অথবা তার যোগ্যতা অনুযায়ী নয়। এ জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীর মনে হতাশার জন্ম দেয় এবং আত্মমর্যাদা হানির আশঙ্কা থাকে। সেই হতাশা ও ভীতিকে এড়ানোর একটি পথ হল অপরাধমূলক আচরণ। বেশ কিছু গবেষক মন্তব্য করেছেন সে অপরাধমূলক কার্যকলাপের পিছনে স্কুলের চেয়ে ছেলেমেয়ের পরিবারের অবদান অনেক বেশি। তবুও স্কুল অপরাধমূলক আচরণ সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেসব স্কুল পরিচয়বিহীন এবং ছাত্রসংখ্যা যেখানে খুব বেশি এবং শাসনব্যবস্থা দুর্বল, ছাত্রছাত্রীর সফলতা সম্পর্কে প্রত্যাশা খুব কম, মৌলিক নৈপুণ্যগুলো শেখানোর উপর যেখানে খুব কম গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেখানে ক্লাসের অকৃতি বড় হওয়ার কারণে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীকে সাহায্য অথবা এমন কি যেসব ছাত্রছাত্রীর বিশেষ সাহায্যের দরকার তাদের সনাক্ত

করতে পারেন না, স্কুল ও বাড়ির মধ্যে সামান্য যোগাযোগ রয়েছে এরকম অবস্থায় যেসব স্কুল কাজ করে সেগুলো অপরাধ প্রবণতার জন্মদেয় ফলে যেসব স্কুলে আচরণ সমস্যা বিরাজ করে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপাদান Political and Economic Forces

অপরাধমূলক আচরণ এর সাথে সম্পর্কিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো শিক্ষামনোবিজ্ঞানের আওতা বহির্ভূত বলা যায়। এসব এমন সমস্যা যা দূর করার জন্য সব সামাজিক এবং আচরণ বিজ্ঞানের সহযোগিতা প্রয়োজন বিশেষ করে অর্থনীতি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান এবং সমাজ মনোবিজ্ঞান উল্লেখযোগ্য।

স্থানীয় কমিউনিটির (স্থানীয় জনগোষ্ঠি) জীবনধারা থেকে অনেক উপরের স্তরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর অবস্থান এবং সেখানকার এ দুটো শক্তির কার্যকলাপ কমিউনিটি পরিবেশে দারিদ্র, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসা গড়ে তোলে। উদাহরণস্বরূপ এই মুনাফা আদায়ের তাগিদ এর জন্য টেলিভিশন গণমাধ্যমটি জনগণকে অসৎপথে চলা, নৈতিক অবক্ষয়ের পরিচায়ক সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে উৎসাহ যোগায়। গবেষকদের মতে সমাজে প্রচলিত মুনাফা লাভের প্রবণতাই তরুণদের মধ্যে আক্রমণাত্মক আচরণ সৃষ্টির একটি কারণ।

দুই জাতীয় আচরণ সমস্যা Two kinds of problem behaviour

শ্রেণীকক্ষের আচরণ সমস্যাগুলোকে দুই শ্রেণীতে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীরা বিভক্ত করেছেন। প্রথম শ্রেণীর (খুব বেশি অনাকাঙ্খিত আচরণ) অন্তর্ভুক্ত আচরণগুলো হচ্ছে দৈহিক আক্রমণ, অসময়ে ক্লাসের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়ানো, ক্লাসে খুব বেশি গণ্ডগোল করা, অসময়ে এবং ভুলভাবে শিক্ষককে চ্যালেঞ্জ করা এবং ক্ষতিকর সমালোচনা ও অভিযোগ জ্ঞাপন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে (খুব কম প্রত্যাশিত আচরণ) অমনোযোগিতা, কাজের প্রতি অনীহা, সহপাঠিদের সাথে মেলামেশা না করা, অনিয়মিত উপস্থিতি, তৎপরতার অভাব এবং যথেষ্ট স্বাধীনভাবে কাজ করার অক্ষমতা ইত্যাদি। এসব শিক্ষকের কাছে কতটুকু সহনীয় সে সম্পর্কে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায় যে শিক্ষকদের কাছে নিম্নলিখিত দুই গুচ্ছ আচরণ সবচেয়ে অসহনীয় ঃ

শিক্ষকের সহনীয়তার মাত্রা

- নেতিবাচক আগ্রাসন (সহপাঠিদের উসকানি, মানসিক উৎপীড়ন অথবা ঠাট্টা বিদ্রুপ করা, অন্যের বই খাতা নষ্ট করা, কথার মাধ্যমে বোকা বানানো, ক্লাসের নিয়ম কানুন ভঙ্গ করা ইত্যাদি)।
- সমবয়স্ক দলের মধ্যে সহযোগিতার অভাব (সমবয়সীদের সাথে মিলেমিশে কচিৎ কাজ করা; একে অন্যকে পেন্সিল, রবার বা অন্যান্য সরঞ্জামাদি প্রয়োজনের সময় দিয়ে সাহায্য না করা)

সবচেয়ে কম সহনীয় আচরণগুলো অন্যের প্রতি পরিচালিত হয় এবং সেসব ধ্বর্ংসাত্মক কার্যকলাপ যা অন্যান্য ছাত্রছাত্রীর উপর প্রভাব রাখে। অপ্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা, পথ নির্দেশনার চাহিদা অথবা অসফলতার আশঙ্কা যাবতীয় সমস্যার ছাত্রছাত্রী জন্য নিজেকে বা শিক্ষককে দায়ী করে।

উক্ত দুই জাতীয় আচরণ সমস্যার মধ্যে পার্থক্য এবং সেসব সুরাহা করার জন্য শিক্ষক কিভাবে পরিকল্পনা করেছেন তার সাহায্যে বোঝা যায়। আবার শিক্ষক যেসব কৌশল অবলম্বন করেন সেগুলো তিনি কোন জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তার উপর নির্ভর করে।

পরবর্তী পাঠে শ্রেণীকক্ষে অতিরিক্ত অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ (unwanted behaviour) নিরসণের কৌশলগুলো আলোচনা করা হবে।

সারমর্ম ঃ শ্রেণীকক্ষে নিয়ম শৃঙ্খলা ও সার্বিকভাবে নির্বিঘ্নে পাঠদানের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না করতে পারলে শিক্ষাদান ফলপ্রসূ হয় ফলে শিক্ষক পেশাজীবনে ব্যর্থ হন। ক্লাসে নিয়ম ভঙ্গ বা অসদাচরণ, সন্ত্রাস, আক্রমণাত্মক আচরণসহ আরও অন্যান্য আচরণ সমস্যার কারণ শুধু শিক্ষকের ব্যর্থতা নয়। এর পিছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক বিষয়ও স্কুল ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্লাসের আচরণ সমস্যাগুলো শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এসব সমস্যা নিরসন বা প্রতিরোধের বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। শিক্ষক যে শ্রেণীর সমস্যার সম্মুখীন হন যথোপযুক্ত কৌশল অবলম্বনে সেসব নিরসন করতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. ছাত্রছাত্রী ক্লাসের নিয়মভঙ্গ করলে কি বোঝায়?
   ক. ছাত্রছাত্রী পড়াশোনায় অমনোযোগী
   খ. শিক্ষক যথপোযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেন নি
   গ. ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা কম
   ঘ. কোনটিই নয়

২. শ্রেণীকক্ষে আচরণ সমস্যার সামাজিক কারণ কোনটি?
   ক. ব্যর্থতার অনুভূতি
   খ. ভাইবোনের মধ্যে বনিবনার অভাব
   গ. দারিদ্র
   ঘ. কোনটিই নয়

৩. কোন্ ধরনের স্কুল ছাত্রছাত্রীর মনে অপরাধ প্রবণতার জন্ম দিতে পারে?
   ক. পরিচয়বিহীন
   খ. অতিরিক্ত ছাত্র সমৃদ্ধ
   গ. স্কুল ও ছাত্রছাত্রীর পরিবারের সাথে সামান্য যোগাযোগ
   ঘ. সবগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী

৪. শ্রেণীকক্ষে খুব বেশি অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ কোন্টি?
   ক. দৈহিক আক্রমণ করা
   খ. অন্যকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা
   গ. অনিয়মিত উপস্থিতি
   ঘ. পাঠে অমনোযোগিতা

৫. অসহনীয় আচরণগুলোর ফলাফল কি?
   ক. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া
   খ. পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব
   গ. শিক্ষকের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে না
   ঘ. অন্যের ক্ষতিসাধনকারী ধ্বংসাত্মক আচরণের উৎপত্তি

পাঠ ১.৬ অতিরিক্ত অবাঞ্ছিত আচরণ নিরসণের কৌশলসমূহ
[Strategies for Too Much Unwanted Behaviour]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শ্রেণীকক্ষে সংঘটিত অতিরিক্ত অবাঞ্ছিত আচরণ প্রতিরোধ করার কৌশলগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- গুরুতর আচরণ সমস্যা অবলুপ্ত করার পন্থা/কৌশল সনাক্ত করতে পারবেন।
- কিভাবে অবাঞ্ছিত আচরণের বিকল্প বাঞ্ছিত আচরণ শেখাতে পারেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শাস্তির ধরণগুলো সনাক্ত করতে পারবেন।
- শ্রেণীকক্ষে কার্যকরভাবে শাস্তিদানের কৌশলগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পূর্ববর্তী পাঠে শ্রেণীকক্ষে অনুষ্ঠিত অবাঞ্ছিত আচরণ/গুরুতর আচরণ সমস্যাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এখন কিভাবে শিক্ষক সেসব সমস্যার মোকাবিলা করতে পারেন তার কৌশলগুলো আলোচনা করা হবে। সধারণত যে কোন একটি গুরুতর অনাকাঙ্খিত আচরণ যেমন অসদাচরণ তিনভাবে নিরসন করা যায়। যথা ঃ

- প্রতিরোধ করা (To prevent)
- অবলুপ্ত/দমন করা (To extinguish)
- বিকল্প আচরণ করতে শেখানো (To elicit incompatible behaviour)
- শাস্তি দান (To punish)

এখন পরপর কৌশলগুলো বর্ণনা করা হবে।

প্রতিরোধ করা (To Prevent)

ক্লাসে অবাঞ্ছিত আচরণ প্রতিরোধ করার জন্য শিক্ষকের সংবেদনশীলতা (sensitivity) এবং নির্দিষ্ট কিছু আচরণ (behaviour) নৈপূণ্য থাকা প্রয়োজন। ক্লাসে কি ঘটেছে তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি (withitness), একাধিক আচরণ সমস্যার প্রতি একই সময় মনোযোগ দান (overlappingness), কাজের গতি অক্ষুন্ন রাখা (momentum), শ্রেণীকক্ষের নানা রকম কার্যাবলীর পারম্পর্য/ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা (smoothness) এবং দলীয় মনোযোগ ধরে রাখা (group alerting) ইত্যাদি সংবেদনশীলতার অন্তর্ভুক্ত নৈপূণ্য।

একটি নির্দিষ্ট রূপদান
Setting a pattern

এর সাথে প্রয়োজন ব্যবস্থাপনার দক্ষতা (managerial skills) এবং কখন সেসব প্রয়োগ করতে হবে। শ্রেণীকক্ষের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার সঠিক সময় বছরের শুরু। শিক্ষাবর্ষ শুরুর প্রথম কয়েকটি সপ্তাহে শিক্ষককে ক্লাস পরিচালনার নিয়মগুলো প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর উপর নির্ভর করবে সারা বছর ক্লাসগুলো কতটুকু সুচারুভাবে চলবে।

বছরের শুরুতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে সারাবছর ক্লাসে উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা যায় ঃ

- উপযুক্ত নিয়মবিধি তৈরি
- ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা ও সমস্যার ব্যাপারে ঘন ঘন যোগাযোগ রক্ষা
- স্পষ্টভাবে পথ নির্দেশনা ও নির্দেশনাদানের প্রবণতা

এছাড়াও ছাত্রছাত্রীর কাছে শিক্ষকের কি প্রত্যাশা তা তাদের জানানো, প্রত্যাশিত আচরণ করছে কি না তা পরীক্ষা করা, বিপথগামী আচরণ সংশোধন করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের যথোপযুক্ত তথ্য সরবরাহ করা এবং করণীয় কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য ছাত্রছাত্রীর উপর দায়িত্ব অপর্ণ ক্লাসের অচরণসমস্যা প্রতিরোধের কার্যকর পন্থা।

অবলুপ্ত করা (To Extinction)

মনোযোগ না দেওয়া
Withholding Attention

অসদাচরণ থামানোর একটি উপায় হল আচরণকে উৎসাহিত করার উপাদান (reinforcement) সরিয়ে নেওয়া। এর অর্থ হল আচরণটির প্রতি মনোযোগ না দেওয়া। শিক্ষক কিভাবে কাজটি করতে পারেন? ক্লাসে যে ছাত্র/ছাত্রী অসদাচরণ করছে তার দিকে পিছন ফিরে অন্য আরেকটি ছাত্র/ছাত্রী যে মনোযোগ দিয়ে শুনছে বা প্রশ্নের উত্তর দিতে চাচ্ছে তার দিকে মনোযোগ দিতে হবে বা তার সাথে কথা বলে সেখান থেকে সরে যাবেন। কখনো অসদাচরণকারীর দিকে তাকাবেন না বা তার সাথে কথা বলবেন না। মনোযোগ দেওয়া হলে প্রায়ই দেখা যায় যে অনভিপ্রেতভাবে অনাকাঙ্খিত আচরণ করার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যুগ যুগ ধরে এরকম ছাত্রছাত্রীকে বকাবকি, ভয় দেখানো এমন কি দৈহিক শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে নিজেদের উদ্দেশ্য খাটো করে ফেলছেন। এসব অন্যায়কারী শিক্ষকের এরকম নেতিবাচক মনোযোগের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দোষী ছাত্রছাত্রী সেই একই রকম আচরণ করে থাকে অথবা নতুন কোন অপরাধ করে।

অন্যান্য শিক্ষার্থীর মনোযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা
Have Students Withold Attention

আবার যদি একটি ছাত্রের অসদাচরণ দেখে অন্যান্য সহপাঠীরা খুশি হয় বা উপভোগ করে তবে সে আচরণ করার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এরকম পরিস্থিতিতে আপনি অন্যান্যদের আচরণটি উপেক্ষা করতে বলবেন। কিভাবে উপেক্ষা করতে হবে প্রতিক্রিয়াটি দেখাবেন এবং আগ্রহ সৃষ্টিকারী বিষয়ে তাদের ব্যস্ত রাখবেন যাতে তাদের একজন সহপাঠীকে উপেক্ষা করার কাজটি সহজতর হয়। যদি অন্যান্য ছাত্রছাত্রী তাদের সহপাঠীর অসদাচরণের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সোজসুজি বিষয়টি পরিবর্তন করে আপনি যা কিছু করছিলেন সেটি করতে থাকুন অথবা অসদাচরণ দেখা দেওয়ার আগে যে বিষয়ে কথা বলছিলেন তা আবার বলুন।

আচরণ লোপ পেতে সময় লাগে। তবে সাবধান হবেন। এমন কি আপনার দিক থেকে সামান্য অনিচ্ছাকৃত প্ররোচণা (reinforcement) অন্যায় আচরণ দমন করার প্রক্রিয়া নষ্ট করে দিতে পারে। অবিরামভাবে অসদাচরণের প্রতি উপেক্ষা (non-reinforcement schedule) প্রদর্শন করার পরিবর্তে অন্যরকম আচরণ প্রদর্শন (variable schedule) করার মাধ্যমে আচরণটি দমন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। সুতরাং আপনি ও আপনার ছাত্রছাত্রী অবশ্যই অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ একভাবে উপেক্ষা করবেন।

এখন প্রশ্ন হল কখন আপনি হস্তক্ষেপ (intervene) করবেন? বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নির্ভর করে কোন ছাত্র/ছাত্রী অসদাচরণ করছে এবং আচরণটির প্রকৃতি ও কোন সময় সেটি করছে তার উপর। যদি সে ঘনঘন অসদাচরণ করে থাকে তবে তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ বেশি কার্যকর হবে। আর অসদাচরণ যদি গুরুতর এবং খুব বেশি অনুপোযুক্ত হয় তবে যথাযথ হস্তক্ষেপ আরও বেশি সমীচীন হবে। যখন এরকম আচরণ পর্যায়ক্রমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ নির্দেশনা কালে দেখা দেয় তখন শিক্ষকদের হস্তক্ষেপ করতে দেখা যায়।

সামঞ্জস্যবিহীন আচরণের শক্তি বৃদ্ধি করা (Strengthening Incompatible Behavior)

নিয়ন্ত্রণকারী উদ্দীপক দূরকরণ
Remove Controlling Stimulus

এর অর্থ হল অবাঞ্ছিত নির্দিষ্ট আচরণের সাথে মিল নেই তেমন একটি বাঞ্ছিত আচরণের শক্তি বৃদ্ধি করা (reinforce)। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি ছাত্রী পাঠদানকালে হাত না তুলে অথবা অনুমতি না নিয়ে হঠাৎ কথা বলে ফেলে তবে অনুমতি ছাড়া কথা বলার আগেই তার কাছে যান এবং যখনই সে বলার জন্য হাত তুলবে তখনই হাত তোলার জন্য তার প্রশংসা করবেন। আবার ধরুন খেলার মাঝে একটি ছাত্রকে অন্যান্য সহপাঠী অশালীন ভাষায় ডাকার জন্য ক্লাসে যদি সে তাদের সাথে রাগারাগি করে তখন আপনি তাকে যথোপযুক্ত আচরণ করতে বলতে পারেন। যেমন- যারা/যে সহপাঠী তাকে গালি দিয়েছে এক টুকরো কাগজে সেই সহপাঠী/সহপাঠীদের নাম লিখতে বলতে বলবেন এবং গালি উপেক্ষা করতে বলবেন। লেখার কাজটির ঝগড়াঝাটি/রাগারাগির সাথে কোন মিল নেই (reinforce) অথবা আপনি এমন একটি উদ্দীপক যেটি অবাঞ্ছিত আচরণের শক্তি বৃদ্ধি করে যেটির পরিবর্তে বাঞ্ছিত আচরণ করার মত একটি উদ্দিপক উপস্থাপন করবেন। যদি দেখা যায় যে ঝগড়া/মারামারি/

তর্কাতর্কি/রাগারাগি প্রধানত কোন কোন নির্দিষ্ট খেলাধুলার সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে তবে সেসব খেলার পরিবর্তে অন্য খেলা খেলতে বলুন। আর যদি সেসব ঘটনা শুধু দু'জন একসাথে হলেই ঘটে তবে সে দু'জনকে পৃথক পৃথকভাবে অন্যান্য যেসব সহপাঠির সাথে সুসম্পর্ক রয়েছে তাদের সাথে থাকতে বলুন।

শাস্তি (Punishment)

অবাঞ্ছিত আচরণ নিরসণের সর্বশেষ উপায় হল শাস্তিদান। কেবলমাত্র তখনই আপনি শাস্তি প্রয়োগ করুন যখন আপনি যাবতীয় কৌশল অবলম্বন করেও কার্যকরভাবে পাঠদান করার জন্য অবাঞ্ছিত আচরণের মাত্রা কমাতে পারছেন না। কিন্তু তবুও খেয়াল করবেন যে যদি সত্যিই শাস্তি দেওয়া দরকার হয় তবে শাস্তি দিতে ভয় পাবেন না। ক্লাসের একটি বা দু'টি ছাত্রের অবাঞ্ছিত আচরণের জন্য যদি অন্যান্যদের শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা খুব বেশি বাধাগ্রস্থ হয় তখন শিক্ষাদানকে ফলপ্রসূ করার জন্য আপনার দায়িত্ব হচ্ছে শাস্তিদান সহ অন্যান্য সম্ভাব্য সব কিছু করা।

শাস্তির ধরণ
Forms of Punishment

শাস্তি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে ঃ

- মৃদু ভর্ৎসনা (soft reprimands)
- যথোপযুক্ত আচরণ করার জন্য প্রসংসা ও তাগিদসহ কঠোর তিরস্কার (reprimands coupled with praise and prompts to behave appropriately)
- সামাজিক বর্জন (social isolation)
- নম্বর কমানো (point loss)
- দৈহিক শাস্তি (corporal punishment)

গবেষণায় দেখা দিয়েছে যে যখন শুধুমাত্র দোষী ছাত্র/ছাত্রীটি শিক্ষকের তিরস্কার শুনতে পায় তখন প্রায়ই (সব সময় নয়) যে তিরস্কার অন্যান্য সবাই শুনতে পায় তার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর শাস্তি।

নেতিবাচক মনোযোগ
Negative Attention

এও বিশ্বাস করা হয় যে, যেসব শিক্ষকের ক্লাসে খুব বেশি গণ্ডগোল বা হৈ চৈ হয় তাঁরা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী মনোযোগদানের কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন। এর অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু কথা বলে সাথে সাথে অবাঞ্ছিত আচরণের মোকাবেলা করা (উদাহরণস্বরূপ, জোর দিয়ে বলা ঃ "যথেষ্ট বলা হয়েছে", অথবা "এখন নয়")। এছাড়াও মুখের ভাব, গলার স্বর, অঙ্গভঙ্গি এমনভাবে করা যার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় যে শিক্ষক অসন্তুষ্ট অর্থাৎ ছাত্র/ছাত্রী অবাঞ্ছিত আচরণ করেছে। এখানে এও গুরুত্বপূর্ণ যে ছাত্র/ছাত্রীটি যথোপযুক্ত আচরণ শুরু করার সাথে সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইতিবাচক মনোযোগ (প্রশংসা/স্বীকৃতি) দিতে হবে। ক্লাসের বাইরে কিছুক্ষণ রাখা (time-out), আনন্দ থেকে বঞ্চিত রাখা ইত্যাদি কৌশলও ব্যবহার করা যায়।

দৈহিক শাস্তি
Corporal Punishment

দৈহিক শাস্তি বিষয়টি নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ দৈহিক শাস্তিদান প্রথাকে সমর্থন করেন না। তবুও উন্নত দেশগুলোর বিশেষ করে আমেরিকা ও ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থায় দৈহিক শাস্তিদানের রীতি 'ব্যাপকভাবে' প্রচলিত রয়েছে। শাস্তিদানের নৈতিক, আইন এবং চিকিৎসামূলক দিক থেকে পৃথকভাবে মানসিক দিক থেকে এর যুক্তিযুক্ততা ১৯৭৫ সালে আমেরিকান সাইকোলজিকাল এ্যাসোসিয়ন কর্তৃক গৃহিত সিদ্ধান্তবলীর সারসংক্ষেপ এখানে বর্ণনা করা হল ঃ

- দৈহিক শাস্তিদানের ফলে শিশুদের মধ্যে কার্যকরভাবে, মানবিক এবং অভিনব পন্থায় মিথস্ক্রিয়া করার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।
- এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে শারীরিক নির্যাতন ছাড়াই শিশুদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সামাজিকীকরণের সমাজ স্বীকৃত লক্ষ্যগুলো অর্জন সম্ভব এবং এভাবে লালিত শিশুরা নৈতিক আদর্শবান ও যোগ্য প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি হিসাবে গড়ে ওঠে।

- দৈহিক অত্যাচার অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এতে করে একটি শিশুর মনে অবাঞ্ছিত ব্যক্তির ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। এরকম ধারণা আত্মমর্যাদা হানিকর এবং সেটি দীর্ঘস্থায়ী ফলাফলে পরিণত হয়।
- গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে শিশুরা অনেকাংশে বড়দের বিশেষ করে যাদের উপর নির্ভরশীল তাদের অনুকরণ করে শেখে, অতএব শিশুদের উপর কর্তৃত্ব পরায়ণ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি দৈহিক শাস্তির আশ্রয় নিলে শিশুদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্ররোচকগুলো যুক্তিসম্মত ও বুদ্ধি খাটিয়ে অনুধাবন করে দৈহিক নির্যাতনমূলক পন্থা অবলম্বন করতে শেখে।
- এও জানা গিয়েছে যে যথোপযুক্ত শাস্তির সাহায্যে অবাঞ্ছিত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সঠিক সময়, আচরণের স্থায়িত্ব, তীব্রতা, নির্দিষ্টরূপ ছাড়াও আনুষাঙ্গিক পারিপার্শ্বিক ও বুদ্ধি সংক্রান্ত উপাদান বিবেচনা করতে হয়। প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে এসব বিবেচনা না করে শাস্তিদানের ফলে অবাঞ্ছিত আচরণ হ্রাস পাওয়ার বদলে সন্ত্রাস, সহিংসতা, ক্রোধ সৃষ্টি হয় এবং নিজেকে ক্ষমতাহীন মনে করার প্রবণতা জন্মে।

অতএব, আমেরিকান সাইকোলজিকাল এ্যাসোসিয়েশন এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে যে স্কুল, তরুণদের কার্যক্রম, শিশু পরিচর্যা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সরকারী বেসরকারী সেরকম হোক না কেন যেখানেই শিশুদের যত্ন নেওয়া হচ্ছে বা শিশুদের শেখানো হচ্ছে সেখানে দৈহিক শাস্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

সারমর্ম ঃ শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রী নানারকম অবাঞ্ছিত আচরন করে থাকে। অতিরিক্ত অবাঞ্ছিত আচরণ পাঠদান প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। এসব আচরণ সমস্যা নিরসণের পদ্ধতিগুলো হচ্ছে যথাযথ প্রতিরোধ, দমন, অবাঞ্ছিত আচরণের বিকল্প বাঞ্ছিত আচরণ করতে শেখানো এবং শাস্তির আশ্রয় গ্রহণ। তবে শাস্তি প্রয়োগের সময় নির্দিষ্ট আচরণ, সময়, স্থায়ীত্ব ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. শ্রেণীকক্ষে গুরুতর অবাঞ্ছিত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার কোন্‌টি বিতর্কিত পন্থা?
   - ক. শাস্তিদান
   - খ. প্রতিরোধ করা
   - গ. বিকল্প আচরণ করতে শেখানো
   - ঘ. অবলুপ্ত/দমন

২. অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ প্রতিরোধ করার জন্য শিক্ষক কিভাবে সচেতন হতে পারেন?
   - ক. ক্লাসে কি ঘটছে তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে
   - খ. ক্লাসের কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে
   - গ. দলীয় মনোযোগ ধরে রেখে
   - ঘ. সবকটির সাহায্যে

৩. ক্লাসের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার সঠিক সময় কোন্‌টি?
   - ক. শিক্ষাবর্ষের মাঝামাঝি সময়
   - খ. শিক্ষাবর্ষের শুরু
   - গ. শিক্ষাবর্ষের শেষভাগ
   - ঘ. কোনটিই নয়

৪. বিপথগামী আচরণ প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা কোন্‌টি?
   - ক. ভালভাবে পাঠদান
   - খ. যথোপযুক্ত তথ্য সরবরাহ ও কাজের দায়িত্ব অর্পন
   - গ. নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখা
   - ঘ. দলগতভাবে কাজ করানো

৫. অসদাচরণ অবলুপ্ত বা দমন করার উপায় কোন্‌টি?
   - ক. আচরণটির প্রতি মনোযোগ দান
   - খ. তিরস্কার
   - গ. বলবর্দ্ধক সরিয়ে নেওয়া
   - ঘ. শাস্তিদান

৬. একজনের অবাঞ্ছিত আচরণ দেখে অন্যান্যরা খুশি হলে শিক্ষক কি করবেন?
   - ক. অন্যান্যদের ধমক দেবেন
   - খ. আন্যান্যদের সেটি উপেক্ষা করতে শেখাবেন
   - গ. অন্যায়কারীকে বের করে দেবেন
   - ঘ. আচরণটির উপর গুরুত্ব দেবেন

৭. ক্লাসের বাইরে সংঘটিত গণ্ডগোলের ফলে ক্লাসেও সেটির পুনরাবৃত্তি হলে শিক্ষক কি করবেন?
   - ক. দোষী ছাত্র/ছাত্রীকে বকবেন
   - খ. যে দোষী নয় তাকে কাগজে অপরাধীর নাম লিখতে বলবেন বা অন্যান্য ছাত্রদের সাথে বসাবেন
   - গ. অপরাধীকে ক্লাস থেকে বের করে দেবেন
   - ঘ. অপরাধীকে উপেক্ষা করবেন

৮. শিক্ষক কখন শাস্তি প্রয়োগ করবেন?
   ক. ক্লাসে অসদাচরণ করলে
   খ. পড়া না পারলে
   গ. নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে
   ঘ. বাড়ির কাজ না করলে

৯. ক্লাসে দু'তিন জন ছাত্র গণ্ডগোল করলে শিক্ষক কিভাবে তাদের থামাতে পারেন?
   ক. কথা বা চেহারায় বিরক্তভাব প্রকাশ করে
   খ. জোরে ধমক দিয়ে
   গ. তাদের দিকে মনোযোগ না দিয়ে
   ঘ. কোনটিই নয়

১০. অযৌক্তিকভাবে দৈহিক শাস্তি প্রয়োগের গুরুতর কুফল কোন্‌টি?
   ক. শিশু/কিশোরদের মনে ক্রোধ, সহিংসতা জন্মে এবং নিজেকে ক্ষমতাহীন মনে করে
   খ. বুদ্ধিমত্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয় বেদনাদায়ক অনুভূতির সৃষ্টি
   গ. একটিও নয়

পাঠ ১.৭ শ্রেণীকক্ষে কাঙ্ক্ষিত আচরণ শেখানোর কৌশলসমূহ [Strategies for Too Little Wanted Behaviour]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শ্রেণীকক্ষে মৃদু আচরণ সমস্যা সনাক্ত করতে পারবেন।
- উক্ত আচরণ সমস্যা নিরসণের কৌশলগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

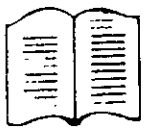

উদাসীনতা/নিস্পৃহতার গুরুত্ব
Seriousness of With-drawal

পূর্ববর্তী পাঠে শ্রেণীকক্ষে গুরুতর আচরণ সমস্যা বা নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার পরিপন্থী সেসব মোকাবেলা করার কৌশলগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য আরেক ধরনের অবাঞ্ছিত আচরণ শ্রেণীকক্ষের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। সেসব পাঠদান পরিবেশকে গুরুতরভাবে বিঘ্নিত না করলেও শিক্ষাদানের পক্ষে ক্ষতিকর। এরকম আচরণ সমস্যা ক্লাসে শেখার পরিস্থিতিতে খুব কম বাঞ্ছিত আচরণ করার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, খুব কম স্বেচ্ছায় কিছু বলা, কচিৎ নিজস্ব মতামত প্রকাশের জন্য উঠে দাড়ানো, ক্লাসে যা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে বা আলোচনা করা হচ্ছে তাতে খুব কম মনোযোগ দেওয়া। দৃষ্টির অগোচরে অনুষ্ঠিত এ জাতীয় আচরণ বা উদাসীনতা মানসিক রোগ চিকিৎসকদের মতে দৃষ্টি গোচরীভূত অসদাচরণের চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর সমস্যার লক্ষণ। যেমন- চিকিৎসকদের মতে যে ছাত্রটি ক্লাসে খুব বেশি লাজুক, নিজেকে গুটিয়ে নেয় বা পাঠে অমনোযোগী তার অবশ্যই মানসিক রোগ চিকিৎসায় নিয়োজিত পেশাজীবি ব্যক্তির সাহায্য প্রয়োজন। তাঁরা বলতে পারবেন আপনি কি শুধু তার আচরণ সমস্যা নিসরণ করবেন অথবা তার বিশেষজ্ঞের সাহায্য/চিকিৎসার প্রয়োজন।

একটি সমস্যার গুরুত্ব খুব বেশি কি না বা আপনার পক্ষে সামলানো অসম্ভব তা বিচার করার একটি উপায় হল আপনি যেসব কৌশল প্রয়োগ করেছেন সেগুলো কাজে লাগছে কি না। এরকম প্রছন্ন আচরণের পরিবর্তে বাঞ্ছিত কার্যকর আচরণ শেখানোর কৌশলগুলো হচ্ছে ঃ

- উৎপন্ন করা (Eliciting)
- মডেলিং (Modeling)
- বলবৃদ্ধি করা (Reinforcement) এবং
- নির্দিষ্ট আকৃতি দান (Shaping)।

এখন পরপর কৌশলগুলো বর্ণনা করা হল।

উৎপন্ন করা (Eliciting)

ক্লাসে পাঠদানের সময় ছাত্রছাত্রীর কাছে যেয়ে, আকর্ষণীয় কাজে ব্যস্ত থাকার সুযোগদান করার মাধ্যমে এবং সঠিকভাবে কাজ করার মাধ্যমে দেয় কাজ সম্পন্ন হবে। এভাবে বাঞ্ছিত আচরণ আমরা উৎপন্ন করে থাকি।

মডেলিং (Modeling)

ফিল্ম, টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠান ভিডিও টেপের সাহায্যে অথবা অন্য কোনভাবে দেখানোর মাধ্যমে বাঞ্ছিত আচরণ করতে শেখানো হয়।

বলবৃদ্ধিকরণ (Reinforcement)

একটি ছাত্র বা ছাত্রীকে কিছু বলতে বলা হলে যখনই সে সাড়া দেবে তখন তাকে প্রশংসা করে আচরণের শক্তিবৃদ্ধি করবেন/সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবেন (তবে খুব বেশি যেন স্পষ্ট হয়ে না ওঠে)। যখন ছাত্র/ছাত্রী স্বেচ্ছায় বলার জন্য হাত উঠাবে বা উঠে দাঁড়াবে তখন তার কাছে যাবেন। আবার যদি ছাত্র/ছাত্রী কাজে আগ্রহ বা নিবিষ্টতার ভাব দেখায় তখন তার সাথে কথা বলুন এবং আপনি যে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন তা বুঝতে দেবেন। তার ধারণাগুলো স্বীকার করবেন এবং তার

পরিকল্পনার সাথে একাত্ম হবেন। যখন ছাত্র/ছাত্রী একটি মতামত প্রকাশ করবে সত্যিকারভাবে পারলে সেটির সাথে একমত পোষণ করবেন অথবা কমপক্ষে মতামতটির উপর গুরুত্ব দেবেন এবং সম্মানজনকভাবে বিচার বিবেচনা করবেন।

নির্দিষ্ট আকৃতি বা রূপদান (Shaping)

তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে আচরণ পরিবর্তন হতে সময় লাগে। একটি নুতন আচরণ যে সঙ্গে সঙ্গেই করবে সেরকম প্রত্যাশা আপনি করতে পারেন না। এখানে শিক্ষণের একটি নীতি অর্থাৎ নির্দিষ্ট নিয়মে আচরণকে ধীরে ধীরে বাঞ্ছিত আচরণে পরিণত করতে হবে। যেমন পূর্বে বর্ণিত উদাহরণে ছাত্রটি যখন বলার জন্য উঠে দাঁড়াচ্ছে বা হাত উপরের দিকে নিচ্ছে ঠিক তখনই সম্ভাব্য আচরণটির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবেন অর্থাৎ প্রশংসাবাচক উক্তি করবেন। আবার ছাত্রটি যখন সামান্য আগ্রহ দেখাবে ঠিক সেই মুহূর্তে তার প্রতি মনোযোগ ও প্রশংসার মাধ্যমে আবার আচরণটি হতে সাহায্য করবেন। ছাত্রটি যখন মতামত প্রকাশ করতে যেয়ে ইতস্ততঃ করে, সম্ভাব্য মতামত দিতে চায় তবে তখনই তা গ্রহণ করে আপনার পরবর্তী মন্তব্যে তার দেওয়া মতামতটি ব্যবহার করবেন। এ জাতীয় প্রত্যাশিত আচরণগুলো ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠলে বা পুনরায় হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেলে আপনি আপনার প্রত্যাশা/দাবী ধীরে ধীরে বাড়াতে শুরু করবেন তবে খুব তাড়াতাড়ি নয়। আপনি প্রশংসা করা বা মনোযোগ দেওয়ার আগেই সে যেন ক্রমশঃ বাঞ্ছিত আচরণ করে সেই দাবী বা প্রত্যাশা বৃদ্ধির কথা এখানে বলা হচ্ছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে ধীরে ধীরে আপনার ধৈর্য পুরস্কৃত হবে। অধিকন্তু ছাত্র/ছাত্রীর আচরণকে নির্দিষ্ট আকৃতি বা রূপদানের জন্য আপনি যে কৌশল অবলম্বন করেছেন সেটি ক্রমশঃ ছাত্র/ছাত্রীর আচরণের কাছাকাছি হয়ে যাবে। অন্যকথায় ছাত্রছাত্রী সক্রিয়, পড়ায় মনোযোগী, ক্লাসের কাজে অংশগ্রহণ এবং আত্মসম্মানের অধিকারী হয়ে উঠবে।

চুক্তিবদ্ধ (Contracting)

আচরণের নির্দিষ্ট রূপদান নির্ভর করে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ধরনের উপর। উদাহরণস্বরূপ আপনি সম্মত হলেন যে ছাত্র/ছাত্রীটি এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন একবার স্বেচ্ছায় পড়া বলবে। যদি চুক্তির শর্তটি পূর্ণ হয় তাহলে তার পুরস্কার এমন কিছু হবে (যুক্তিসম্মতভাবে) যা ছাত্রটির কাম্য। হয়ত সে চায় শিক্ষকের সাথে একা পাঁচ মিনিট বলতে চায়, হয়ত একটি কমিক বই পড়তে চায় অথবা স্কুলের নুতন কেনা কোন যন্ত্র (যেমন- কম্পিউটার, মাইক্রোসস্কোপ ইত্যাদি) দেখতে বা ধরতে চায়। চুক্তির মেয়াদ পার হয়ে গেলে নতুন চুক্তি করুন। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিদিন দুইবার করে পরপর তিনদিন সে স্বেচ্ছায় বলুক। আবার যখন ছাত্রটি চুক্তি পূর্ণ করবে তখন তাকে সমঝোতাভিত্তিক পুরস্কার দিন। অল্পদিনের মধ্যেই চুক্তি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। কারণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কথা বলার প্রচ্ছন্ন পুরস্কার যেমন ক্লাসের সহপাঠীদের দলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সক্রিয় সদস্য বিবেচিত হওয়ার ব্যাপারটি এমন বলবর্ধকে পরিণত হয় যা ছাত্র/ছাত্রীটির স্বেচ্ছায় কথা বলার প্রবণতাকে অব্যাহত রাখে।

সারমর্ম ঃ ক্লাসে প্রায়ই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রত্যাশিত আচরণের মাত্রা অতিরিক্ত কম হলে সেগুলো আচরণ বৈকল্যের লক্ষণ হিসেবে মানসিক রোগ চিকিৎসকেরা মনে করে। প্রত্যাশিত আচরণ শেখানোর জন্য শিক্ষকের যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে কেবলমাত্র তখনই সেসব আচরণ সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে। স্বল্পমাত্রায় প্রত্যাশিত আচরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লাজুকতা, পড়ায় কম মনোযোগ দেওয়া কচিৎ স্বেচ্ছায় নিজের মতামত জানানো ইত্যাদি। এ জাতীয় প্রচ্ছন্ন আচরণের পরিবর্তে উপযুক্ত আচরণ শেখানোর কৌশলগুলো হচ্ছে উৎপন্ন করা, মডেলিং, বলবৃদ্ধি ও নির্দিষ্ট আকৃতিদান। আচরণকে নির্দিষ্ট আকৃতিদানের একটি পন্থা হল সমঝোতাপূর্ণ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. ক্লাসে কোন ছাত্রছাত্রী শিক্ষকের প্রত্যাশানুযায়ী আচরণ খুব কম করলে সেটি কিসের পরিচয় বহন করে?
   ক. অমনোযোগিতা
   খ. পড়াশোনার প্রতি অনীহা
   গ. গুরুতর মানসিক বৈকল্যের লক্ষণ
   ঘ. শিক্ষককে অপছন্দ করা

২. বাঞ্ছিত আচরণ কিভাবে উৎপন্ন করা যায়?
   ক. ছাত্রছাত্রীর কাছে যেয়ে
   খ. আকর্ষণীয় কাজ করতে দিয়ে
   গ. সঠিকভাবে উপযুক্ত কাজ করতে গিয়ে
   ঘ. সবক'টি পন্থায়

৩. একটি ছাত্র/ছাত্রী ক্লাসে স্বেচ্ছায় বলার জন্য হাত ওঠালে শিক্ষক কিভাবে সেটির শক্তিবৃদ্ধি করবেন?
   ক. বলার সুযোগ দিয়ে
   খ. কাছে ডেকে
   গ. তার কাছে যেয়ে
   ঘ. কোনটি নয়

৪. শ্রেণীকক্ষে বলবর্ধক হিসাবে কোন্‌টি ব্যবহার কর যাবে?
   ক. প্রশংসা
   খ. আদর
   গ. মনোযোগদান
   ঘ. সবক'টি

৫. কচিৎ হাত উঠিয়ে বলতে চায় এরকম একটি ছাত্র বা ছাত্রীকে স্বেচ্ছায় বলার আগ্রহ কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়?
   ক. প্রত্যেকদিন তাকে পড়া জিজ্ঞেস করে
   খ. হাত ওঠানোর শুরুতেই প্রশংসা করে
   গ. হাত ভালভাবে উঠাতে বলে
   ঘ. প্রত্যেকদিন তাকে লিখতে দিয়ে

৬. শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সমঝোতাপূর্ণ চুক্তিবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য কি?
   ক. ছাত্রকে সঠিক আচরণ করতে শেখানো
   খ. অবাঞ্ছিত আচরণ নিরসণ করা
   গ. একটি আচরণকে নির্দিষ্ট আকার/রূপ দেওয়া
   ঘ. আচরণের শক্তি বৃদ্ধি করা

৭. সমঝোতাপূর্ণ চুক্তির শর্ত পূরণ হলে কি রকম পুরস্কার দিতে হয়?
   ক. ছাত্রের কাছে যা কাম্য
   খ. মৌখিক প্রশংসা
   গ. উৎসাহ দান
   ঘ. উপদেশ

পাঠ ১.৮ পক্ষপাতিত্ব নিয়ন্ত্রণমূলক পরিকল্পনা [Planning for Control of Bias]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ছাত্র-শিক্ষক মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ক্লাসে ছাত্র-শিক্ষক মিথস্ক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো সনাক্ত করতে পারবেন।

বর্তমান পাঠে ক্লাসে শিক্ষকের যে আচরণ বৈশিষ্ট্য নিরপেক্ষভাবে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। গবেষণায় জানা গিয়েছে যে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের সোজা হিসেব কষার মাধ্যমে আকস্মিক ভাব বিনিময়ের সংখ্যা নির্ধারণ করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে যদি একশবার ভাব বিনিময় হয় তবে আমরা আশা করতে পারি এর মধ্যে অর্ধেক বার ভাব বিনিময় হবে ক্লাসের বাম দিকের ছাত্রছাত্রীর সাথে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক বার হবে ডান দিকের ছাত্রছাত্রীর সাথে। যদি একটি ক্লাসে দশজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং বিশজন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী থাকে তবে আশা করা যায় যে একশবার ভাববিনিময়ের মধ্যে তেত্রিশবার সংখ্যালঘু দলের সাথে এবং সাতষট্টিবার হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সাথে।

মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকের পক্ষপাতিত্ব
Teacher Interactive - Biases

এসব গবেষণা থেকে বোঝা যায় শিক্ষকরা পক্ষপাতদুষ্ট ভাব বিনিময় করেন। শিক্ষকের আচরণ পর্যবেক্ষণ (observation) করার মাধ্যমে গবেষকরা ছাত্র-শিক্ষক মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃত বন্টন (distribution) নির্ধারণ করতে সমর্থ হন। গবেষকরা লক্ষ্য করেন যে তাঁরা যেসব শিক্ষকের আচরণ পর্যবেক্ষণ করেছেন তাদের প্রত্যেক পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এদের মধ্যে কয়েকজন সামনের দিকে বসা ছাত্র-ছাত্রীর সাথে প্রধানত ভাব বিনিময় করেছেন। অন্য কয়েকজন শিক্ষক ছাত্রীদের নিয়ে প্রধানত ব্যস্ত ছিলেন এবং আর কিছু শিক্ষক ছেলেদের নিয়ে। আবার কয়েকজন শিক্ষক শুধু মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এরকম সব ধরনের পক্ষপাতিত্বের ফলাফল যে ক্ষতিকর এমন বলা যায় না সত্যি তবে কতগুলো যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব

এরকম একটি ক্ষতিকর বিষয় হচ্ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যালঘু মর্যাদা। গবেষণায় নীচু জাতের ছাত্রছাত্রীদের সাথে শিক্ষকের মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে পক্ষপাতিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

দৃষ্টি আকর্ষণকারী চেহারার প্রতি পক্ষপাতিত্ব

এও দেখা যায় যে ছাত্রছাত্রীর সৌন্দর্যের সাথে শিক্ষকের মিথস্ক্রিয়া ও বিচার বিবেচনার সম্পর্ক রয়েছে। সুন্দর, সুশ্রী চেহারার ছাত্রছাত্রীদের কৃতিত্ব সম্পর্কে শিক্ষকরা উচ্চাশা পোষণ করেন জানা যায়।

একইভাবে সমবয়সী দলের মধ্যে একে অন্যের সাথে মেলামেশা করার ক্ষেত্রেও সৌন্দর্য পক্ষপাতিত্বের জন্ম দেয়। সহপাঠীরদলে সুন্দর চেহারার ছেলেমেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি খেলার সাথী হিসেবে স্বীকৃতি পায়। কিন্তু শিক্ষকের পক্ষে দলবর্জিত বা নিঃসঙ্গ ছেলেমেয়েদের ক্লাসের ভিতর সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত কঠিন।

গোঁড়ামি ও পক্ষপাতিত্ব

১৯৭৯ সালে পরিচালিত একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে সব শিক্ষক সমানভাবে পক্ষপাতিত্ব করেন না। তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। গবেষকরা বেশি পক্ষপাতিত্ব ও কম পক্ষপাতিত্বকরী দু'দল শিক্ষকের আচরণবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেন। তাঁদের মতে বেশি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনকারী শিক্ষকরা নিজদের অন্যদলের চেয়ে বেশি যুক্তিসম্মত ও কম আবেগ তাড়িত বলে মনে করেন। এরকম প্রবণতাকে গবেষকরা গোঁড়ামির ফলাফল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

আমরা জানি মানুষ আকস্মিকভাবে কোন কাজ করে না; আমাদের অভ্যাস, মনোভাব ও প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আমরা একটি কাজ করি। সচেতন বা অবচেতনভাবে পক্ষপাতপূর্ণ কার্যকলাপ ঐসব অভ্যাস, মনোভাব ও প্রত্যাশার অংশবিশেষ। অতএব ক্ষতিকর এসব পক্ষপাতিত্ব নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এও জানা প্রয়োজন যে পক্ষপাতিত্ব করার ইচ্ছা বা প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করার

পক্ষপাতিত্বের ক্ষতিপূরণ

জন্য পরিকল্পনা করা দরকার। যদি একটি ছাত্র বা ছাত্রী শুধমাত্র দেখতে সুন্দর না হওয়ায় বা দরিদ্র পরিবারের হওয়ার জন্য আপনার মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তবে আপনি সে সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং তার সাথে মেলামেশা করতে হবে। তাকে একটি রিপোর্ট তৈরি করা বা প্রশ্নের উত্তর দিতে বলার জন্য তার কাছে যাবার পরিকল্পনা অবশ্যই আপনাকে করতে হবে। আরও অন্যান্যভাবে তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন। যেমন ক্লাসে আপনার প্রিয় ছাত্র/ছাত্রীর সাথে অন্য যে ছাত্র/ছাত্রীর সাথে পেরে ওঠা যায় না সে রকম দু'জনকে একসাথে কাজ করতে দিন যাতে দু'জনের মধ্যে পারস্পরিকতা গড়ে ওঠে। আপনি আরও যা করতে পারেন তাহল ঘরের পিছন দিকের দেয়ালে একটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন এঁকে তার উপর 'প' (ঘরের পিছন দিক) অথবা 'ড' (ডান দিক) অথবা 'ন' (নিম্ন-বিত্ত মর্যাদা) লিখে রাখেন। শব্দগুলো আপনাকে আপনার পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে সচেতন করবে ফলে পক্ষপাতিত্ব করার প্রবণতা কমে যাবে। অন্যান্য ব্যক্তির চেয়ে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীর যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্য পক্ষপাতিত্বের মোকাবেলা ও ক্ষতিপূরণ অনেক বেশি করে থাকেন।

সারমর্ম ঃ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীর সাথে ভাব বিনিময়ের সময় পক্ষাপাতিত্ব প্রদর্শন করে। যেসব উপাদান পক্ষপাতিত্বের জন্য দেয় সেগুলো হল ছাত্র/ছাত্রীর চেহারা, লিঙ্গ, মেধা, আর্থসামাজিক পদ মর্যাদা অনেক সময় শিক্ষকের গোঁড়ামি পক্ষপাতপূর্ণ আচরণ করতে সাহায্য করে। এ জাতীয় আচরণ কার্যকরভাবে শিক্ষাদানের অন্তরায়। পক্ষপাতমূলক আচরণ নিয়ন্ত্রন করার জন্য যথাযথ পরিকল্পনা করা আবশ্যক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ বোঝা যায় কিভাবে?
   ক. মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে
   খ. শিক্ষককে জিজ্ঞেস করে
   গ. শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শুণে
   ঘ. ক্লাসে উপস্থিত থেকে

২. কোন্‌টি পক্ষপাতপূর্ণ আচরণের জন্ম দেয়?
   ক. মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকের কথা শোনা
   খ. প্রশ্নের উত্তর দেওয়া
   গ. সুন্দর চেহারা
   ঘ. বাড়ির কাজ করা

৩. কোন্‌টি শিক্ষকের পক্ষপাতিত্বপূর্ণ আচরণ নির্দেশ করে?
   ক. ছাত্র/ছাত্রীর কাছে যাওয়া
   খ. নাম ধরে ডাকা
   গ. ইতিবাচক কথা
   ঘ. কাজ দেখিয়ে দেওয়া

৪. ক্লাসে পক্ষপাতিত্ব করার ইচ্ছা থেকে বিরত থাকার জন্য শিক্ষক কি করবেন?
   ক. নাম লিখবেন
   খ. মিথস্ক্রিয়ার জন্য পরিকল্পনা করবেন
   গ. উপেক্ষা করবেন
   ঘ. তার দিকে তাকাবেন না

৫. কোন্‌টি শিক্ষকের অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্বের কারণ?
   ক. ছাত্র/ছাত্রী সম্পর্কে ধারণার অভাব
   খ. যুক্তিসঙ্গত আচরণ করছেন মনে করা
   গ. সহকর্মীর নালিশ
   ঘ. গোঁড়ামি

পাঠ ১.৯ বৈচিত্র এবং নমনীয়তার জন্য পরিকল্পনা
[Planning for Variety and Flexibility]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শ্রেণীকক্ষের পাঠদানকে নমনীয় ও বৈচিত্রপূর্ণ করার পদ্ধতি কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বৈচিত্র সাধনকারী উপাদানগুলো সনাক্ত করতে পারবেন।
- উক্ত উপাদানগুলো পরিকল্পনার সাহায্য সমন্বিত করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বৈচিত্রপূর্ণ শিক্ষাদানের কার্যকারিতা বর্ণনা করতে পারবেন।

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা দেখেছি নানারকম উপাদান ফলপ্রসূ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এও জেনেছি যে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শেখার উপযুক্ত পরিবেশ ও শিক্ষকের পক্ষপাতপূর্ণ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। একবার যদি শিক্ষক যথোপযুক্ত শিক্ষণ পরিবেশ ও নিজের পক্ষপাতিত্ব করার প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তখন পাঠদানের কাজটি বৈচিত্রময় ও নমনীয় করার মত পরিকল্পনা করার জন্য তিনি প্রস্তুত বলা যায়। নির্দেশনাদানের পদ্ধতি, কোন বিষয়টি শেখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষণ পরিস্থিতির পরিবর্তন করে তিনি পাঠদানে বৈচিত্র আনতে পারেন। মোরিন (Morine) ১৯৭৩ সালে উক্ত তিনটি উপাদানকে তিন প্রকার পরিকল্পনা নৈপূণ্যের সাথে সমন্বিত করেছেন। যথা ঃ

- সনাতন নির্দেশনা প্রক্রিয়ার বিকল্প প্রক্রিয়া উদ্ভাবন
- শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর সম্ভাব্য গুরুত্ব সম্পর্কিত অনুমানগুলো স্বীকার করা
- বিদ্যমান নির্দেশনাদান পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধন

মোরিন এর প্রস্তাবনা/সুপারিশ অনুযায়ী এসব নৈপূণ্য/দক্ষতা নির্দেশনার বিভিন্ন দিকে কিভাবে প্রয়োগ করা যাবে একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হল। ধরা যাক আপনি ছাত্রছাত্রী পাঠদানের উদ্দেশ্যগুলো কতটুকু অর্জন করেছে তা নির্ধারণ করতে চাচ্ছেন (diagnosing student attainment objectives)। মোরিন-এর প্রস্তাবনায় আপনার এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর মত বিভিন্ন পন্থার উল্লেখ রয়েছে। প্রথমত আপনি শিক্ষক-নির্মিত একটি পরীক্ষা (pre-test) নিতে পারেন অথবা তাকে পূর্বে দেওয়া বিভিন্ন কাজের গুণাগুণ বিচার-বিশ্লেষণ (analyze) করতে পারেন। উক্ত যে কোন পদ্ধতি শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করবে। দ্বিতীয়তঃ আপনি কি শেখাবেন বা শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে সম্ভাব্য ধারণাগুলো স্বীকার করে (recognizing value assumptions) নিতে পারেন। যেমন- তার পরীক্ষার ফলাফল অথবা বাইরের জগতে তার সাফল্য। তৃতীয়তঃ বিদ্যমান নির্দেশনাদান পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধনের (attering the existing circumstances) আপনি এখানে আদর্শায়িত অভীক্ষার ব্যবহার ছাড়াও ছাত্র/ছাত্রীটির নিয়মিতভাবে লেখা কাজগুলোর গুণাগুণ পরখ করতে পারেন।

অথবা এমন হতে পারে যে, আপনি ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন উপদলে ভাগ করে শেখানে চান (subgrouping students for instruction) তখন আপনি একটি বেশি সাফল্য অর্জনকারী ও কম সাফল্য অর্জনকারী ছাত্রকে একসাথে কাজ করাতে পারেন অথবা সবক'টি কম সাফল্য অর্জনকারী বা পড়াশোনায় দুর্বল ছাত্রদের নিয়ে একটি দল গঠন করতে পারেন। এ জাতীয় বিকল্প পন্থাগুলো ছাত্রছাত্রীর বুদ্ধি (cognitive) ও সামাজিক নৈপূণ্য অর্জনের উপর পৃথকভাবে গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। নির্দেশনা পড়ে শেখার যোগ্যতা ও শিক্ষাদান সংক্রান্ত সাহিত্য পড়ার ঝোঁক অনুযায়ী ছাত্র/ছাত্রীদের ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ করার মাধ্যমে শিক্ষাদান পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধন করা (altering circumstances) সম্ভব।

উপরোক্ত বিকল্প প্রক্রিয়া, শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর ভিন্ন ভিন্নভাবে গুরুত্ব আরোপ ও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিগুলো কিভাবে শিক্ষাদানের অন্য আরও ছয়টি দিকে প্রয়োগ করা সম্ভব তা নিচে বর্ণনা করা হল ঃ

- শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলী প্রণয়ণ

- শিক্ষার উপকরণ নির্বাচন
- শিক্ষাদানের বিভিন্ন কৌশল নির্বাচন
- উপযুক্ত শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা
- শিক্ষার্থীর কাছ থেকে পড়ানোর ফলাফল বিষয়ক জ্ঞান অর্জন
- শিক্ষার্থীদের কৃতকর্মের ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞান দান

শিক্ষাদান নির্বাচনীমূলক কার্যবলী নিয়ে গঠিত। যেসব শিক্ষক বিষয়বস্তুর উপস্থাপন, গুরুত্ব, উদ্দেশ্য, সরঞ্জাম ইত্যাদি যথাযথভাবে নির্বাচন করার জন্য প্রস্তুত নন এবং সহজ পন্থায় কাজ সারেন তাদের এই প্রবণতা মারাত্মক একঘেঁয়েমি সৃষ্টি করে। ফলে শিক্ষা পরিবেশ নিরানন্দ ও বিরক্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কার্যাবলীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ

এরপরে আসে শিক্ষাদানকে বৈচিত্রময় করার বিষয়টি। বৈচিত্র আনার জন্য একটি বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। সেটি হল আচরণের খণ্ডাংশ (segment) অথবা যে পাঠদান প্রক্রিয়া পরিবর্তনযোগ্য সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা। এখানে একটি খণ্ডাংশ হল পাঠদানের একটি ক্ষুদ্র কাজ - যে কাজে শিক্ষাদান সংক্রান্ত যে কোন কার্যকলাপকে যেমন, শিক্ষার্থীর সাফল্যের মাত্রা নির্ধারণ (diagnosing student attainment) সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নৈপুণ্যে বিভক্ত করা যাবে। প্রতিটি নৈপুণ্যের বিস্তৃতি এক রকম নয়। শিক্ষাদানের সেসব কার্যকলাপকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে যেগুলো এক মিনিট বা দুই মিনিটে শেষ হয়। উদহরণস্বরূপ, একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা, আকার ইঙ্গিত, ব্যাখ্যাদান, জোরে কথা বলা ইত্যাদি। এক ঘন্টা, এক দিন অথবা এক সপ্তাহব্যাপী কার্যাবলীগুলো অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদী কাজের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষামূলক এসব কার্যাবলীর মধ্যে ভ্রমণ, সিনেমা দেখা, বিতর্ক, ভূমিকা-পালনের শেখানো অথবা বক্তৃতা দেওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ধরণ

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের ধরণ ও পদ্ধতির বিভিন্নতাও বৈচিত্রের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষক নিজেকে যে পন্থায় প্রকাশ করেন সেটিকে পাঠদানের ধরণ বলা হয়। শ্রেণীকক্ষে তার আকার, ইঙ্গিত, চলাফেরা, কণ্ঠস্বর, উষ্ণতা, হাস্য রসিকতা ও উৎসাহ প্রকাশের মধ্যে পাঠদানের ধরণ প্রতিফলিত হয়। শিক্ষাদানের বেশি প্রাতিষ্ঠানিক ও আত্মসচেতনমূলক দিকগুলো পদ্ধতি নির্দেশ করে। অন্যকথায়, শিক্ষক যে পন্থায় ছাত্র/ছাত্রীর সাথে মিথস্ক্রিয়া করেন, যে জাতীয় প্রশ্ন করেন, যেভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন (যেমন- দলকে বা একে একে জিজ্ঞেস করে সাড়া দিতে শেখান) প্রশ্নের পর্যায়ক্রমিকতা, পাঠের মধ্যবর্তী বিরতি, সামাজিক পরিবেশ (শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সহযোগিতা), শিক্ষার্থীদের যেসব বাঞ্ছিত কার্যকলাপ করতে হবে। যেমন- মনে মনে পড়া, জোরে জোরে পড়া, ফিল্ম, টেলিভিশন বা স্লাইডের দিকে তাকানো, টেপ বা রেকর্ড শোনা, গবেষণাগারে কাজ করা, একা অথবা দলগতভাবে কাজ করা এবং শিক্ষকের অনুমতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিমাণ ও প্রকার ইত্যাদি।

উপকরণ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান

পাঠদানের বৈচিত্র শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তু (theme) – রাজনৈতিক, ঋতু সংক্রান্ত, ভৌগলিক, জাতীয়, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য – কে শিক্ষা উপকরণ ও পাঠ নির্দেশনায় বৈচিত্র আনার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা যায় (অর্থাৎ বইপুস্তক, সিনেমা, প্রজেক্ট, বুলেটিন বোর্ড ও অন্যান্য)। শ্রেণীকক্ষের বাইরের সুবন্দোবস্ত পার্ক, মানমন্দির, শিল্প কারখানা, যাদুঘর, ইত্যাদিকে শ্রেণীকক্ষের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ব্যবহার করা যায়। শ্রেণীকক্ষে বসার ব্যবস্থা নানাভাবে করা যায় যেমন, বৃত্তাকারে অথবা ছোট ছোট দল হিসাবে বসানো।

শিক্ষাদানের পূর্ববর্তী পর্যায়ে শিক্ষক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যকলাপের ধরণ, পদ্ধতি ও উপকরণ এবং বিদ্যমান ব্যবস্থাসহ যাবতীয় দিকে বৈচিত্র আনার জন্য পরিকল্পনা করতে পারেন।

পাঠদানমূলক কার্যকলাপকে বৈচিত্রপূর্ণ করে তোলার প্রয়োজনীয়তা জানার পরে যে প্রশ্নটি মনে উদয় হয় সেটি হল এরকম বৈচিত্র কি শিক্ষাদানের সহায়ক? এ প্রশ্নটির উত্তর পাওয়ার জন্য যেসব গবেষণা

সম্পাদিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে ব্যাপক বৈচিত্রপূর্ণ ও নমনীয় শিক্ষাদান শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব অথবা লেখাপড়ার মনোযোগিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তবে এসব গবেষণায় প্রধানত অনুবন্ধ/সহসম্পর্ক (correlational) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে পরীক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নি। সেজন্য দু'টি বিষয়ের মধ্যে কার্যকারন সম্পর্ক (causal relationship) সম্বন্ধে জানা যায় না। তবুও পড়াশোনায় আপনার ছাত্রছাত্রীদের আত্মনিয়োগ ও বুদ্ধির বিকাশ সাধনের অন্যতম উপায় হিসাবে আপনি যদি আপনার পাঠদানকে বৈচিত্রপূর্ণ ও নমনীয় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তবে সম্ভবত আপনি ভালভাবে পড়াশোনার কাজটি করবেন বলা যায়।

সারমর্ম ঃ পাঠদান সংক্রান্ত কার্যাবলীর বিভিন্ন দিক যেমন- শিক্ষাদান পদ্ধতি, গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন এবং বিদ্যমান পরিস্থিতিতে পরিবর্তন এনে শিক্ষক লেখাপড়ার পরিবেশকে বৈচিত্রপূর্ণ করতে পারেন। পাঠদানকে বৈচিত্রপূর্ণ করার মাধ্যমে শিক্ষা উপকরণসহ অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্যবিধানকারী ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়। শিক্ষাদানের সূচনায় পাঠদানের ধরণ, পদ্ধতি, উপকরণ ও বিদ্যমান ব্যবস্থাদিসহ যাবতীয় দিকে বৈচিত্র আনার জন্য শিক্ষক কর্তৃক পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যাবশ্যক। পাঠদানটিকে বৈচিত্রপূর্ণ করা হলে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনায় আত্মনিয়োগ করে এবং তাদের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ সাধিত হয় বলে বিভিন্ন গবেষণায় জানা গিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. মোরিন এর মতে কোন্‌টি পাঠদানকে বৈচিত্রময় করে তোলার সহায়ক?
   ক. বিকল্প নির্দেশনা প্রক্রিয়া
   খ. ছাত্রদের ব্ল্যাকবোর্ডে কাজ করানো
   গ. অনুশীলনী করানো
   ঘ. একটিও নয়

২. শিক্ষার্থীরা শিক্ষার উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জন করেছে তা নির্ধারণের জন্য পরীক্ষার বিকল্প কোন্‌টি?
   ক. প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলা
   খ. বাড়ির কাজ দেওয়া
   গ. পূর্বের কাজের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করা
   ঘ. কোন পাঠ ব্যাখ্যা করা

৩. ক্লাসে সারিবদ্ধভাবে বসে পড়াশোনার ব্যবস্থার বিকল্প ব্যবস্থা কোন্‌টি?
   ক. বৃত্তাকারে বসার ব্যবস্থা
   খ. উপদলে বিভক্ত করা
   গ. ছেলে ও মেয়েকে পৃথকভাবে বসানো
   ঘ. অর্ধবৃত্তাকার বসার ব্যবস্থা

৪. কোন্‌টি পাঠদান কার্যাবলীর স্বল্পমেয়াদী খণ্ডাংশ?
   ক. বক্তৃতাদান
   খ. বোর্ডে অঙ্ক কষা
   গ. প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা
   ঘ. পরীক্ষা নেওয়া

৫. কোন্‌টি শিক্ষকের পাঠদানের ধরনকে বুঝায়?
   ক. ক্লাসে নাম ডাকা
   খ. ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি মনোযোগিতা
   গ. পাঠের ব্যাখ্যাদান
   ঘ. হাস্যরসিকতা

৬. শিক্ষা উপাদান ও পাঠ নির্দেশনায় বৈচিত্র আনার ভিত্তি কোনটি নির্দেশ করে?
   ক. বিভিন্ন বিষয়বস্তু
   খ. বইপুস্তক
   গ. সুন্দর আসবাবপত্র
   ঘ. স্বাধীনভাবে কাজ করানো

৭. বাইরের কোন্ ব্যবস্থাকে শ্রেণীকক্ষের বিকল্প হিসাবে গণ্য করা যায়?
   ক. সিনেমা
   খ. প্রজেক্ট
   গ. যাদুঘর
   ঘ. বুলেটিন বোর্ড

৮. পাঠদানকে বৈচিত্রপূর্ণ করার পরিকল্পনা কখন করা দরকার?
   ক. পাঠদানের প্রারম্ভে
   খ. পাঠদানের প্রথমদিকে
   গ. একমাস পূর্বে
   ঘ. এক সপ্তাহ পূর্বে

পাঠ ১.১০ বৈচিত্র ও নমনীয়তা কিভাবে পরিকল্পনা ও সুসংগঠিত করা যায়?
[How to Plan and Organize for Variety and Flexibility]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে নমনীয় ও বৈচিত্রপূর্ণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো সনাক্ত করতে পারবেন।
- শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের যে স্বাধীনতা রয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শ্রেণীকক্ষের পাঠদানকে বৈচিত্রময় করে তোলার পরিকল্পনা কিভাবে করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

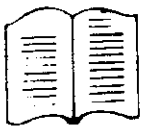

পূর্ববর্তী পাঠে পাঠদানের কোন কোন দিকে পরিবর্তন আনা সম্ভব সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বৈচিত্র আনার জন্য যে পূর্ব পরিকল্পনা প্রয়োজন তার উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমান পাঠে বৈচিত্র ও নমনীয়তার পরিকল্পনা কিভাবে করা যায় এবং সেসব পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

শিক্ষকদের জন্য বাধ্যবাধকতা
Constraints on Teachers

শ্রেণীকক্ষের পাঠদানকে বৈচিত্রপূর্ণ করে তোলার জন্য শিক্ষকের যাবতীয় পরিকল্পনা বেশ কিছু কারণে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এর প্রথম কারণ হল আমাদের স্কুল ব্যবস্থা পাঠ্যক্রম (Curriculum) নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষককে কোন ক্ষমতা দেয় না। সর্বসাধারণের জন্য নির্মিত স্কুলগুলোতে কি পড়ানো হয় এবং কিভাবে পড়ানো হয় তা গোষ্ঠী সমাজের সিদ্ধান্তের বিষয়। বিদেশের মত আমাদের দেশেও সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে সরকারী বিভিন্ন বিভাগ পাঠ্যক্রম প্রণয়নের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সেসবের সমর্থন ও সহযোগিতায় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রম প্রণীত হয়। দ্বিতীয়তঃ পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করাও পাঠ্যক্রম নির্ধারণে প্রভাব রাখে। চতুর্থতঃ দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্বাচিত এবং নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ক্লাসে যে পড়ানো বা শেখানো হয় তার রূপরেখা দান করতে সাহায্য করে। তবুও বলা হয় যে শ্রেণীকক্ষের অভ্যন্তরে শিক্ষণীয় বিষয়াবলী কিভাবে উপস্থাপন করবেন সেটি তার এখতিয়ারভুক্ত। সেজন্য শিক্ষক নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী পাঠদানের রুটিন ও পদ্ধতি অনুসরণ করেন। কিন্তু গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে শিক্ষকরা কদাচিৎ সম্পূর্ণ নুতন ধরনের কার্যকলাপ সম্পর্কে সুপারিশ করে থাকেন।

পাঠদানের নিজস্ব উপস্থাপন পদ্ধতি শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণাধীন
Teachers Control their Methods of Presention

এখন প্রশ্ন হল পাঠদানে বৈচিত্র ও নমনীয়তা প্রচলন করার জন্য কিভাবে পরিকল্পনা করা উচিত এবং সেটি বাস্তবায়ন বা সুবন্দোবস্ত করার উপায় কি?

প্রশ্ন-উত্তরভিত্তিক কথা বলার বিকল্পসমূহ
Alternatives to Recitation

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে ক্লাসরুমে চিরাচরিতভাবে প্রচলিত পাঠদান পদ্ধতি অর্থাৎ প্রশ্ন-উত্তর এর পুনরাবৃত্তির (recitation) বিকল্প পদ্ধতি সম্বন্ধে ভাবতে হবে। ক্লাসকক্ষে বিভিন্ন উপায়ে পাঠদানকে ক্রমাগত বৈচিত্রপূর্ণ করে তোলা অর্থাৎ গৎ বাঁধা প্রশ্ন-উত্তর পর্ব থেকে সরে যাওয়া যায়। যেমন- সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দান (lecture), ছোট দলে বিভক্ত করে পাঠদান (small-group instruction), পৃথকভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শেখানো (individual instruction) এবং মুক্ত শিক্ষা (open education)। এছাড়াও ক্লাস কক্ষে শিক্ষাদান ব্যবস্থার আওতায় নিম্নলিখিত পরিবর্তন সম্পর্কে ভেবে দেখুন ঃ

বড় দল ভিত্তিক বিকল্প (Large-Group Alternatives)

পাঠদানের এরকম ব্যবস্থায় ক্লাসে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হবে ৪০। নিম্নলিখিত উপায়ে শিক্ষক পাঠদান করতে পারেন ঃ

- শিক্ষক অথবা ছাত্রছাত্রীরা পাঠ উপস্থাপন করবে
- শিক্ষার্থী একা বা কয়েকজনের কমিটি সারা ক্লাসের সামনে মৌখিকভাবে পড়া বলবে
- স্লাইড, সিনেমা অথবা টেলিভিশন দেখা

- রেডিও অথবা রেকর্ড শোনা
- শিক্ষা সফর

ছোট দলভিত্তিক বিকল্প (Small-Group Alternatives)

২ থেকে ২০ জন শিক্ষার্থীর দল। পাঠদান পদ্ধতি নিম্নরূপ হবে ঃ

- বিতর্ক (সচরাচর বিশ থেকে তিরিশ মিনিটের বেশি হবে না)। দলের দুই জুটি অথবা বিভিন্ন টিমের মধ্যে
- ভূমিকা পালন (role-playing) এর শিক্ষা অথবা অভিনয়ের শিক্ষা
- প্যানেল আলোচনা
- প্রজেক্ট তৈরি প্রয়োজনীয় কার্যকলাপ
- ক্লাসে যেসব পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে সেগুলোর সঠিক ও ভুল উত্তর নিয়ে ছাত্রদের সাথে আলোচনা
- ছাত্রছাত্রীদের যেসব নৈপূণ্য শেখানো হয়েছে সেগুলো সব ছাত্রদের একসাথে অনুশীলন করানো

প্রত্যেককে পৃথকভাবে পাঠদানের বিকল্প (Individual-Instruction Alternatives)

এরকম পাঠদান পরিস্থিতিতে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা হবে ১। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে শিক্ষক দেখাবেন।

- বুলেটিন বোর্ডের তথ্য নিরীক্ষণ করা
- রেফারেন্স বই ও লাইব্রেরীর অন্যান্য উপাদান ব্যবহার করা (যেমন- এনসাইক্লোপেডিয়া, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, ম্যাপ, চার্ট ইত্যাদি)
- শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করা

উপরে উল্লিখিত বিকল্প পদ্ধতিগুলো যে পাঠদান প্রক্রিয়ায় নতুনত্ব আনতে পারে তা নির্দ্বিধায় বলা চলে। কিন্তু সেসবের সুব্যবস্থাপনা কিভাবে করা যায় এখন সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল। শিক্ষক ক্লাসের চিরাচরিত প্রশ্ন-উত্তর ভিত্তিক পাঠদান (recitation) কে কেন্দ্র করে এ জাতীয় পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পনা করতে পারেন। কিন্তু সেগুলো বাস্তাবায়ন করতে হলে শিক্ষককে অবশ্যই পরিচালনা নৈপূণ্য (administrative skills) আয়ত্ব করতে হবে। তাঁকে সময় ব্যয়ের রুটিন ও বাজেট করতে হবে, শিক্ষণীয় উপাদান, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ও অন্যান্য জিনিষ প্রয়োজন হবে এরকম আশা পোষণ, বিকল্পগুলো হাতের কাছে থাকা, যেন আলোচনা করার যুক্তি অথবা যন্ত্রপাতি অথবা উপাদান ব্যবহার করার সময় অনির্ধারিত কিছু ঘটলে সাথে সাথে সামলে নিতে পারেন। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের সাহায্যে পরিকল্পনানুযায়ী বিকল্পগুলোর বাস্তবায়ন ও বৈচিত্রের সুবন্দোবস্ত করার দক্ষতা অর্জন সম্ভব। বিভিন্ন তত্ত্ব ও গবেষণায় নিহিত ধারণা যেমন, বৈচিত্র যে শ্রেণীকক্ষের পাঠদানকে উন্নত করতে পারে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীরা শুধু সেগুলো নির্দেশ করতে পারেন। সেসব ধারণানুযায়ী কাজ করা শিক্ষকদের দায়িত্ব।

সারমর্ম ঃ শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের বহুল প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে বিকল্প কোন পদ্ধতি অবলম্বনে বৈচিত্র আনা শিক্ষকের পক্ষে কঠিন। কারণ পাঠ্যক্রম (curriculum) প্রণয়নে শিক্ষকের কোন ভূমিকা নেই। তবে শ্রেণীকক্ষের অভ্যন্তরে শিক্ষণীয় উপাদান উপস্থাপনার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তাঁর উপর ন্যস্ত। প্রচলিত প্রশ্ন-উত্তরভিত্তিক পাঠদানের বিকল্প হিসাবে বেশ কিছু পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে এবং যথাযথ পরিকল্পনার সাহায্যে সেসব প্রয়োগ করা হলে পাঠদান বৈচিত্রময় হয়ে ওঠে। তবে বৈচিত্র কার্যকর করার জন্য সুব্যবস্থাপনার প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. শিক্ষকের জন্য পাঠদানকে বৈচিত্রপূর্ণ করার প্রতিবন্ধকতা কোন্‌টি?
   ক. সমাজ নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ
   খ. সমাজের কাছে দায়বদ্ধতা
   গ. প্রশিক্ষণের অভাব
   ঘ. বিকল্প পাঠদান পদ্ধতির অভাব

২. পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায়?
   ক. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
   খ. নিজস্ব পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপন
   গ. ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের বসানো
   ঘ. ছাত্রছাত্রীর কৃতিত্ব মূল্যায়ন

৩. বড়দলভিত্তিক শ্রেণীকক্ষের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত হওয়া প্রয়োজন?
   ক. ৬০
   খ. ৫০
   গ. ৪৪
   ঘ. ৪০

৪. শ্রেণীকক্ষে ছোট দলের ছাত্র সংখ্যা কোন্‌টি?
   ক. ৪ থেকে ১০
   খ. ৬ থেকে ১৫
   গ. ২ থেকে ২০
   ঘ. একটিও নয়

৫. কোনো একজন শিক্ষার্থীকে পাঠদান করার বিকল্প পদ্ধতি কোন্‌টি?
   ক. বক্তৃতা
   খ. লাইব্রেরীর ব্যবহার
   গ. ভূমিকা পালন এর শিক্ষাদান
   ঘ. পরীক্ষার সঠিক ও ভুল উত্তর সম্পর্কে আলোচনা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন — ইউনিট ১

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানমূলক আচরণের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?
২. শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির কারণগুলো বর্ণনা করুন।
৩. শ্রেণীকক্ষে চিরাচরিতভাবে প্রশ্ন-উত্তর ভিত্তিক পাঠদান (recitation) পদ্ধতির পরিবর্তনশীলতা (adaplibility) বৈশিষ্ট্যটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।
৪. শ্রেণীকক্ষের কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত পরিকল্পনা পর্যায়ে শিক্ষক যেসব কাজ করেন সেগুলো বর্ণনা করুন।
৫. পরিকল্পনা প্রণয়নের যে কোন একটি মডেল সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৬. শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখার পরিপন্থী উপাদানগুলো কি কি?
৭. অতিরিক্ত অবাঞ্ছিত আচরণ ও অতিরিক্ত কম বাঞ্ছিত আচরণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।
৮. শ্রেণীকক্ষে অসদাচরণ প্রতিরোধের (prevention) পন্থাগুলো কি কি?
৯. অসদাচরণ কিভাবে থামানো যায় (extinction) উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
১০. ক্লাসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে কিভাবে শাস্তি দেওয়া যায় আলোচনা করুন।
১১. পাঠের প্রতি অমনোযোগী ছাত্র/ছাত্রীর মনোযোগ বৃদ্ধি করার কৌশল বর্ণনা করুন।
১২. ক্লাসে ছাত্র/ছাত্রীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার কারণগুলো কি কি?
১৩. পাঠদানে বৈচিত্র আনার জন্য কোন কোন বিষয়ে শিক্ষকের স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়?
১৪. বৈচিত্র কি শিক্ষাদানের সহায়ক? যুক্তিসহ উত্তর দিন।
১৫. পাঠদানকে বৈচিত্রপূর্ণ করার বিকল্প পদ্ধতিগুলো কি কি?
১৬. বৈচিত্রপূর্ণ পাঠদান পরিকল্পনাকে বাস্তাবয়ন করার উপায় বর্ণনা করুন।
১৭. শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানমূলক আচরণের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?
১৮. শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখার পরিপন্থী উপাদানগুলো কি কি?
১৯. অসদাচরণ কিভাবে থামানো যায় (extinction) উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
২০. ক্লাসে ছাত্র/ছাত্রীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার কারণগুলো কি কি?
২১. বৈচিত্র কি শিক্ষাদানের সহায়ক? যুক্তিসহ উত্তর দিন।

উত্তর মালা — ইউনিট ১

পাঠ ১.১
১. খ ২. ঘ ৩. ক ৪. গ ৫. ঘ

পাঠ ১.২
১. ঘ ২. ক ৩. গ ৪. গ ৫. গ

পাঠ ১.৩
১. ঘ ২. ঘ ৩. খ ৪. ঘ ৫. খ

পাঠ ১.৪
১. ঘ ২. খ ৩. গ ৪. ক ৫. গ

পাঠ ১.৫
১. খ ২. গ ৩. ঘ ৪. ক ৫. ঘ

পাঠ ১.৬
১. ক ২. ঘ ৩. খ ৪. খ ৫. গ ৬. খ ৭. খ ৮. গ ৯. ক ১০. ক

পাঠ ১.৭
১. গ ২. ঘ ৩. গ ৪. ক ৫. খ ৬. গ ৭. ক

পাঠ ১.৮
১. ক ২. গ ৩. গ ৪. খ ৫. ঘ

পাঠ ১.৯
১. ক ২. গ ৩. খ ৪. গ ৫. ঘ ৬. খ ৭. গ ৮. ক

পাঠ ১.১০
১. ক ২. খ ৩. ঘ ৪. গ ৫. খ

৮. শিক্ষক কখন শাস্তি প্রয়োগ করবেন?
   ক. ক্লাসে অসদাচরণ করলে
   খ. পড়া না পারলে
   গ. নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে
   ঘ. বাড়ির কাজ না করলে

৯. ক্লাসে দু'তিন জন ছাত্র গণ্ডগোল করলে শিক্ষক কিভাবে তাদের থামাতে পারেন?
   ক. কথা বা চেহারায় বিরক্তভাব প্রকাশ করে
   খ. জোরে ধমক দিয়ে
   গ. তাদের দিকে মনোযোগ না দিয়ে
   ঘ. কোনটিই নয়

১০. অযৌক্তিকভাবে দৈহিক শাস্তি প্রয়োগের গুরুতর কুফল কোন্‌টি?
   ক. শিশু/কিশোরদের মনে ক্রোধ, সহিংসতা জন্মে এবং নিজেকে ক্ষমতাহীন মনে করে
   খ. বুদ্ধিমত্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয় বেদনাদায়ক অনুভূতির সৃষ্টি
   গ. একটিও নয়

পাঠ ১.৭ শ্রেণীকক্ষে কাঙ্ক্ষিত আচরণ শেখানোর কৌশলসমূহ [Strategies for Too Little Wanted Behaviour]

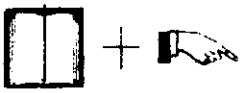

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শ্রেণীকক্ষে মৃদু আচরণ সমস্যা সনাক্ত করতে পারবেন।
- উক্ত আচরণ সমস্যা নিরসণের কৌশলগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

উদাসীনতা/নিস্পৃহতার গুরুত্ব
Seriousness of With-drawal

পূর্ববর্তী পাঠে শ্রেণীকক্ষে গুরুতর আচরণ সমস্যা বা নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার পরিপন্থী সেসব মোকাবেলা করার কৌশলগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য আরেক ধরনের অবাঞ্ছিত আচরণ শ্রেণীকক্ষের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। সেসব পাঠদান পরিবেশকে গুরুতরভাবে বিঘ্নিত না করলেও শিক্ষাদানের পক্ষে ক্ষতিকর। এরকম আচরণ সমস্যা ক্লাসে শেখার পরিস্থিতিতে খুব কম বাঞ্ছিত আচরণ করার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, খুব কম স্বেচ্ছায় কিছু বলা, কচিৎ নিজস্ব মতামত প্রকাশের জন্য উঠে দাড়ানো, ক্লাসে যা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে বা আলোচনা করা হচ্ছে তাতে খুব কম মনোযোগ দেওয়া। দৃষ্টির অগোচরে অনুষ্ঠিত এ জাতীয় আচরণ বা উদাসীনতা মানসিক রোগ চিকিৎসকদের মতে দৃষ্টি গোচরীভূত অসদাচরণের চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর সমস্যার লক্ষণ। যেমন- চিকিৎসকদের মতে যে ছাত্রটি ক্লাসে খুব বেশি লাজুক, নিজেকে গুটিয়ে নেয় বা পাঠে অমনোযোগী তার অবশ্যই মানসিক রোগ চিকিৎসায় নিয়োজিত পেশাজীবি ব্যক্তির সাহায্য প্রয়োজন। তাঁরা বলতে পারবেন আপনি কি শুধু তার আচরণ সমস্যা নিসরণ করবেন অথবা তার বিশেষজ্ঞের সাহায্য/চিকিৎসার প্রয়োজন।

একটি সমস্যার গুরুত্ব খুব বেশি কি না বা আপনার পক্ষে সামলানো অসম্ভব তা বিচার করার একটি উপায় হল আপনি যেসব কৌশল প্রয়োগ করেছেন সেগুলো কাজে লাগছে কি না। এরকম প্রছন্ন আচরণের পরিবর্তে বাঞ্ছিত কার্যকর আচরণ শেখানোর কৌশলগুলো হচ্ছে ঃ

- উৎপন্ন করা (Eliciting)
- মডেলিং (Modeling)
- বলবৃদ্ধি করা (Reinforcement) এবং
- নির্দিষ্ট আকৃতি দান (Shaping)।

এখন পরপর কৌশলগুলো বর্ণনা করা হল।

উৎপন্ন করা (Eliciting)

ক্লাসে পাঠদানের সময় ছাত্রছাত্রীর কাছে যেয়ে, আকর্ষণীয় কাজে ব্যস্ত থাকার সুযোগদান করার মাধ্যমে এবং সঠিকভাবে কাজ করার মাধ্যমে দেয় কাজ সম্পন্ন হবে। এভাবে বাঞ্ছিত আচরণ আমরা উৎপন্ন করে থাকি।

মডেলিং (Modeling)

ফিল্ম, টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠান ভিডিও টেপের সাহায্যে অথবা অন্য কোনভাবে দেখানোর মাধ্যমে বাঞ্ছিত আচরণ করতে শেখানো হয়।

বলবৃদ্ধিকরণ (Reinforcement)

একটি ছাত্র বা ছাত্রীকে কিছু বলতে বলা হলে যখনই সে সাড়া দেবে তখন তাকে প্রশংসা করে আচরণের শক্তিবৃদ্ধি করবেন/সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবেন (তবে খুব বেশি যেন স্পষ্ট হয়ে না ওঠে)। যখন ছাত্র/ছাত্রী স্বেচ্ছায় বলার জন্য হাত উঠাবে বা উঠে দাঁড়াবে তখন তার কাছে যাবেন। আবার যদি ছাত্র/ছাত্রী কাজে আগ্রহ বা নিবিষ্টতার ভাব দেখায় তখন তার সাথে কথা বলুন এবং আপনি যে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন তা বুঝতে দেবেন। তার ধারণাগুলো স্বীকার করবেন এবং তার

পরিকল্পনার সাথে একাত্ম হবেন। যখন ছাত্র/ছাত্রী একটি মতামত প্রকাশ করবে সত্যিকারভাবে পারলে সেটির সাথে একমত পোষণ করবেন অথবা কমপক্ষে মতামতটির উপর গুরুত্ব দেবেন এবং সম্মানজনকভাবে বিচার বিবেচনা করবেন।

নির্দিষ্ট আকৃতি বা রূপদান (Shaping)

তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে আচরণ পরিবর্তন হতে সময় লাগে। একটি নুতন আচরণ যে সঙ্গে সঙ্গেই করবে সেরকম প্রত্যাশা আপনি করতে পারেন না। এখানে শিক্ষণের একটি নীতি অর্থাৎ নির্দিষ্ট নিয়মে আচরণকে ধীরে ধীরে বাঞ্ছিত আচরণে পরিণত করতে হবে। যেমন পূর্বে বর্ণিত উদাহরণে ছাত্রটি যখন বলার জন্য উঠে দাঁড়াচ্ছে বা হাত উপরের দিকে নিচ্ছে ঠিক তখনই সম্ভাব্য আচরণটির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবেন অর্থাৎ প্রশংসাবাচক উক্তি করবেন। আবার ছাত্রটি যখন সামান্য আগ্রহ দেখাবে ঠিক সেই মুহূর্তে তার প্রতি মনোযোগ ও প্রশংসার মাধ্যমে আবার আচরণটি হতে সাহায্য করবেন। ছাত্রটি যখন মতামত প্রকাশ করতে যেয়ে ইতস্ততঃ করে, সম্ভাব্য মতামত দিতে চায় তবে তখনই তা গ্রহণ করে আপনার পরবর্তী মন্তব্যে তার দেওয়া মতামতটি ব্যবহার করবেন। এ জাতীয় প্রত্যাশিত আচরণগুলো ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠলে বা পুনরায় হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেলে আপনি আপনার প্রত্যাশা/দাবী ধীরে ধীরে বাড়াতে শুরু করবেন তবে খুব তাড়াতাড়ি নয়। আপনি প্রশংসা করা বা মনোযোগ দেওয়ার আগেই সে যেন ক্রমশঃ বাঞ্ছিত আচরণ করে সেই দাবী বা প্রত্যাশা বৃদ্ধির কথা এখানে বলা হচ্ছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে ধীরে ধীরে আপনার ধৈর্য পুরস্কৃত হবে। অধিকন্তু ছাত্র/ছাত্রীর আচরণকে নির্দিষ্ট আকৃতি বা রূপদানের জন্য আপনি যে কৌশল অবলম্বন করেছেন সেটি ক্রমশঃ ছাত্র/ছাত্রীর আচরণের কাছাকাছি হয়ে যাবে। অন্যকথায় ছাত্রছাত্রী সক্রিয়, পড়ায় মনোযোগী, ক্লাসের কাজে অংশগ্রহণ এবং আত্মসম্মানের অধিকারী হয়ে উঠবে।

চুক্তিবদ্ধ (Contracting)

আচরণের নির্দিষ্ট রূপদান নির্ভর করে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ধরনের উপর। উদাহরণস্বরূপ আপনি সম্মত হলেন যে ছাত্র/ছাত্রীটি এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন একবার স্বেচ্ছায় পড়া বলবে। যদি চুক্তির শর্তটি পূর্ণ হয় তাহলে তার পুরষ্কার এমন কিছু হবে (যুক্তিসম্মতভাবে) যা ছাত্রটির কাম্য। হয়ত সে চায় শিক্ষকের সাথে একা পাঁচ মিনিট বলতে চায়, হয়ত একটি কমিক বই পড়তে চায় অথবা স্কুলের নুতন কেনা কোন যন্ত্র (যেমন- কম্পিউটার, মাইক্রোসস্কোপ ইত্যাদি) দেখতে বা ধরতে চায়। চুক্তির মেয়াদ পার হয়ে গেলে নতুন চুক্তি করুন। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিদিন দুইবার করে পরপর তিনদিন সে স্বেচ্ছায় বলুক। আবার যখন ছাত্রটি চুক্তি পূর্ণ করবে তখন তাকে সমঝোতাভিত্তিক পুরষ্কার দিন। অল্পদিনের মধ্যেই চুক্তি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। কারণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কথা বলার প্রচ্ছন্ন পুরষ্কার যেমন ক্লাসের সহপাঠীদের দলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সক্রিয় সদস্য বিবেচিত হওয়ার ব্যাপারটি এমন বলবর্ধকে পরিণত হয় যা ছাত্র/ছাত্রীটির স্বেচ্ছায় কথা বলার প্রবণতাকে অব্যাহত রাখে।

সারমর্ম ঃ ক্লাসে প্রায়ই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রত্যাশিত আচরণের মাত্রা অতিরিক্ত কম হলে সেগুলো আচরণ বৈকল্যের লক্ষণ হিসেবে মানসিক রোগ চিকিৎসকেরা মনে করে। প্রত্যাশিত আচরণ শেখানোর জন্য শিক্ষকের যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে কেবলমাত্র তখনই সেসব আচরণ সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে। স্বল্পমাত্রায় প্রত্যাশিত আচরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লাজুকতা, পড়ায় কম মনোযোগ দেওয়া কচিৎ স্বেচ্ছায় নিজের মতামত জানানো ইত্যাদি। এ জাতীয় প্রচ্ছন্ন আচরণের পরিবর্তে উপযুক্ত আচরণ শেখানোর কৌশলগুলো হচ্ছে উৎপন্ন করা, মডেলিং, বলবৃদ্ধি ও নির্দিষ্ট আকৃতিদান। আচরণকে নির্দিষ্ট আকৃতিদানের একটি পন্থা হল সমঝোতাপূর্ণ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া।